POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ۭ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা যেন কখনও এইরূপ মনে না করে যে, তাহাদিগকে আমরা যে অবকাশ দিয়া যাইতেছি ইহা তাহাদের জন্য মঙ্গলজনক; বস্তুত: আমরা কেবল এইজন্য অবকাশ দিতেছি যেন তাহারা পাপে আরও বাড়িয়া যায়, এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাজনক আযাব।

(আলে ইমরান:১৭৯)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 11

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 12 মার্চ, 2020 16রজব 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

যে ব্যক্তি নিজের অসদচরিত্রের সংশোধন চায় তার উচিত সত্য অন্তঃকরণে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তওবা করা।

আমাদের জামাতে শক্তিশালী যোদ্ধা ও বলিষ্ঠ মানুষের প্রয়োজন নেই। বরং এমন শক্তির অধিকারী মানুষের প্রয়োজন যারা চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করতে পারে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তওবার তিনটি শর্ত

বস্তুত চরিত্র গঠনের জন্য তওবা অত্যন্ত কার্যকরী এবং সহায়ক বিষয়, যা মানুষকে আদর্শ মানুষে পরিণত করে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের অসদচরিত্রের সংশোধন চায় তার উচিত সত্য অন্তঃকরণে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তওবা করা। একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, তওবার জন্য তিনটি শর্ত আছে, যেগুলি পূর্ণ না করে সত্যিকার তওবা, যাকে তওবাতুন নসুহ বলা হয়, তা অর্জিত হয় না।

সেই তিনটি শর্তের প্রথমটিকে আরবীতে 'ইকলা' বলা হয়। অর্থাৎ সেই সকল অসৎ চিন্তাধারাকে দূরীভূত করা যেগুলি কুপ্রবৃত্তির উদ্রেক করে। বস্তুত মানুষের কর্মের উপর তার কল্পনার বিরাট প্রভাব রয়েছে। কেননা কার্যে পরিণত হওয়ার পূর্বে প্রতিটি কাজ কল্পনা রূপে থাকে। অতএব তওবার জন্য প্রথম শর্ত হল সেই সব অসৎ চিন্তাধারা ও কল্পনা পরিহার করা। যেমন এক ব্যক্তি যদি কোন মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রাখে, তবে তওবার জন্য আবশ্যক হল প্রথমে সেই ব্যক্তিকে মহিলাটির চেহারাটি কুৎসিত বলে ধারণা করতে থাকা এবং তার সমস্ত নিকৃষ্ট গুণগুলিকে স্মরণ করা। কেননা যেমনটি আমি এখনই বলেছি, মানুষের চিন্তাধারা বিরাট প্রভাব ফেলে। আমি সুফীদের বর্ণনায় পড়েছি যে, তারা কল্পনাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম ছিলেন যে মানুষকে বানর ও শূকরের রূপে দেখেছেন। মোটকথা কোন ব্যক্তি যেমনটি ধারণা করে, সে ঠিক সেই রঙেই রঙীন হয়ে যায়। অতএব যে সকল চিন্তাধারা অতৃপ্তি সঞ্চারের কারণ বলে মনে হয়, সেগুলিকে সমূলে উৎপাটন করা প্রথম শর্ত।

দ্বিতীয় শর্ত হল 'নাদাম' অর্থাৎ অনুশোচনা। প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের মধ্যে এই শক্তি বিদ্যমান থাকে যা তাকে প্রতিটি মন্দ কর্ম সম্পর্কে সতর্ক করে। কিন্তু হতভাগা মানুষ সেটিকে অকেজো ফেলে রাখে। অতএব পাপ এবং অসৎ গুণ প্রকাশিত হলে অনুশোচনার বহিঃপ্রকাশ হওয়া উচিত। এবং এই চিন্তা করা উচিত যে এই আনন্দ-উপভোগ সাময়িক এবং কিছুদিনের জন্য। এবং একথাও মনে করা উচিত যে, প্রত্যেক বার সেই আনন্দ ও তৃপ্তি ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে। এমনকি বার্ধক্যে পৌঁছনোর পর দেহের শক্তি-বৃত্তি নিস্তেজ হয়ে পড়বে। অবশেষে এই সব জাগতিক আনন্দ-উপভোগ ত্যাগ করতে হবে। অতএব, মানুষের জীবনেই যখন সব কিছু পরিত্যক্ত থেকে যাবে, সেগুলির সঙ্গে লিপ্ত হয়ে কাজ কি? সেই ব্যক্তি পরম সৌভাগ্যবান, যে তওবার দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং যার মধ্যে 'ইকলা'-র প্রথম শর্তটি পূর্ণ হয় এবং অসৎ চিন্তাধারা ও অনর্থক কল্পনাকে সমূলে উৎপাটন করে। আর যখন এই অপবিত্রতা আর থাকে না, তখন সে নিজের কৃতকর্মের কারণে অনুতপ্ত হয়।

তৃতীয় শর্ত হল সংকল্প। অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য এই দৃঢ় সংকল্প করে নেওয়া যে পুনরায় সেই সব মন্দ কর্মের দিকে ফিরে যাবে না। আর এবিষয়ে যখন সে অবিচল থাকবে, তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে সত্যিকার তওবা করার তৌফিক দান করবেন। এমনকি সেই সব মন্দ কর্মসমূহ তার থেকে সম্পূর্ণ রূপে দূরীভূত হয় এবং সেগুলির স্থানে আসে উত্তম চরিত্র এবং প্রশংসনীয় কাজ। আর এটিই হল প্রবৃত্তির উপর বিজয়। তার উপর শক্তি দান করা আল্লাহ্ তা'লার কাজ। কেননা, তিনিই সকল শক্তির আধার। যেমনটি তিনি বলেছেন- **'আন্নাল কুয়্যাতা লিললাহি জামিয়া' (বাকারা: ১৬৬) সমস্ত শক্তির উৎস আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং। আর মানুষকে দুর্বল সৃষ্টি করা হয়েছে। 'খুলেকাল ইনসানু যাঈফা' (আন নিসা: ২৯) তার বাস্তব। অতএব খোদা তা'লার কাছে শক্তি লাভ করতে হলে উপরোক্ত তিনটি শর্ত পূরণ করে মানুষকে আলস্য ত্যাগ করতে হবে এবং কায়মনোবাক্যে সদা প্রস্তুত থেকে খোদার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। তিনি নিশ্চয় চরিত্র সংশোধন করবেন।**

প্রকৃত শক্তিশালী কে?

আমাদের জামাতে শক্তিশালী যোদ্ধা ও বলিষ্ঠ মানুষের প্রয়োজন নেই। বরং এমন শক্তির অধিকারী মানুষের প্রয়োজন যারা চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করতে পারে। এ বিষয়টি সত্য যে, শক্তিশালী এবং যোদ্ধা সেই ব্যক্তি নয় , যে পর্বতকে স্থানচ্যুত করতে পারে। না, না! প্রকৃত যোদ্ধা তো সেই ব্যক্তিই যে চরিত্র সংশোধনের ক্ষমতা রাখে। অতএব স্মরণ রেখো! যাবতীয় শক্তি-বৃত্তি এবং উদ্যম চরিত্র সংশোধনের কাজে প্রয়োগ করো। কেননা এটিই প্রকৃত শক্তি ও বীরত্ব।

অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডকে কোনও কোনও অজুহাতে মানুষ এড়িয়ে যেতে চায়, কিন্তু চারিত্রিক নিদর্শন এমন বিষয় যা নিয়ে মানুষ কখনও আপত্তি করতে পারে না। আমাদের নবী (সা.)কে সব থেকে বড় এবং শক্তিশালী যে নিদর্শন দেওয়া হয়েছিল তা চারিত্রিক নিদর্শনই। যেমনটি বলা হয়েছে- 'ইন্নাকা লাআলা খুলকিন আযীম; (আর কলম: ৫) এমনিতেও আঁ হযরত (সা.)-এর প্রত্যেক প্রকারের নিদর্শনই শক্তি ও প্রমাণের বিচারে সকল নবীর নিদর্শনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু চারিত্রিক নিদর্শনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সকলের উর্দ্ধে, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাস না দেখাতে পারবে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১৯)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

করোনা ভাইরাস থেকে ছড়িয়ে পড়া মহামারি থেকে রক্ষা পেতে হোমিওপ্যাথি ব্যবস্থাপত্র

সারা বিশ্বে corona virus দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে মহামারির রূপ ধারণ করেছে। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে প্রতিষেধক হিসেবে নিম্নোক্ত ঔষধ সেবন করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রতিষেধক হিসেবে

১) প্রতিষেধক ওষুধগুলি দুই সপ্তাহ পর্যন্ত নিয়মিত সেবন করার পর এক সপ্তাহ পর্যন্ত বন্ধ রেখে পুনরায় দুই সপ্তাহ সেবন করুন। এভাবে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত এর পুনরাবৃত্তি করুন। ৫ বছরের কম বয়সের শিশুদেরকে এই ওষুধ সপ্তাহে একবার দিন।

1. ACONITE-200
2. ARSENIC ALB -200
3. GELSEMIUM-200

2) 5-15 বছরের বাচ্চা এবং গর্ভবতী মহিলাদের জন্য

ক) ACONITE-200, ARSENIC ALB -200, GELSINIUM-200

(খ) Chellidonium Maj -1x

এই দুটি ওষুধ 'ক' এবং 'খ' তিন দিন অন্তর পালাক্রমে (যেমন সোমবার এবং বৃহস্পতিবার) সামান্য জলসহ দশ ফোঁটা করে একবার।

৩) এছাড়া অন্য সকলের জন্য:

1. ACONITE-200

2. ARSENIC ALB -200

3. GELSEMIUM-200

এই তিনটি ঔষধ মিশিয়ে সপ্তাহে দুদিন একবার করে । (তিনদিন অন্তর) এবং দশ ফোঁটা ওষুধ সামান্য পরিমাণ জলসহ সপ্তাহে তিন দিন (দুই দিন অন্তর) একবার করে।

মহামারি দ্বারা আক্রান্ত হলে

1) Influenzum-200, Bacillinum-200, Diptherinum-200

এক সপ্তাহ সকাল-সন্ধ্যা, এরপর সপ্তাহে দুইবার (তিনদিন অন্তর)

২) Arnica-30, Baptisea-30, Arsenic Alb-30,Hepar Sulph-30, Nat. Sulph-30

দশ দিনে দুই থেকে তিন বার

৩) Chellidonium Maj -1x সামান্য জলসহ দশ ফোঁটা করে দিনে দুইবার।

বদর পত্রিকা সংরক্ষণ করুন

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগের স্মারক 'বদর পত্রিকা' ১৯৫২ সাল থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাদিয়ান দারুল আমান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে এবং জামাত আহমদীয়ার সদস্যদের ধর্মীয় চাহিদা পূরণ করে চলেছে। এতে কুরআনের আয়াত, মহানবী (সা.)-এর হাদীস, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মালফুযাত ও লেখনী ছাড়াও সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাম্প্রতিক খুতবা ও ভাষণ, বার্তা, প্রশ্নোত্তর আকারে খুতবা জুমা, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সফরের ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞান সমৃদ্ধ ঈমান উদ্দীপক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়ে থাকে। এর অধ্যায়ন করা, অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা করা আমাদের সকলের কর্তব্য। এই সমস্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বদর পত্রিকার প্রত্যেকটি সংখ্যা যত্ন করে নিজের কাছে রেখে দেওয়া আমাদের সকলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা সম্বলিত এই পবিত্র পত্রিকা সম্মানের দাবি রাখে। অতএব এটিকে বাতিল কাগজ হিসেবে বিক্রি করা এর সম্মানকে পদদলিত করার নামান্তর। যত্ন করে রাখা যদি সম্ভব না হয়, তবে সেগুলিকে অতি সাবধানে নষ্ট করে দিন যাতে এই পবিত্র লেখনী গুলির অসম্মান না হয়। আশা করা যায়, জামাতের সদস্যবর্গ এদিকে বিশেষ মনোযোগ দিবেন এবং এর থেকে যথাসম্ভব উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রাখবেন। (সম্পাদকীয়)

নাযারত তালীম কাদিয়ান-এর পক্ষ থেকে প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল

সারা ভারত ব্যাপী আহমদী ছাত্র-ছাত্রী ও পুরুষ-মহিলাদের মধ্যে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনার যোগ্যতার বিকাশ এবং তাদের মধ্যেকার প্রতিভাকে মেলে ধরার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর নাযারত তালিম কাদিয়ান-এর পক্ষ থেকে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা করানো হয়।

২০১৯-২০ এর জন্য প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ:

'হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নির্দেশের আলোকে একজন সক্রিয় দায়ী ইলাল্লাহর দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ। "

এই প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী ছাত্রদের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে, যার বিবরণ নীচে দেওয়া হল। আগামী বছর ২০২০-২০২১-এর জন্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আগামী বছর প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।

২০১৮-২০১৯ সালের ফলাফল

নাম:	জামাত:	পুরস্কার রাশি
১ম স্থান:সারওয়াত নূর সাঈদা	কাদিয়ান	৫০০০ টাকা
২য় স্থান: নাজমা তারিক	কাদিয়ান	৪০০০ টাকা
৩য় স্থান: গাযালা কোকব	হায়দ্রাবাদ	৩০০০টাকা
স্বান্তনা পুরস্কার:	পালাকাড	১০০০ টাকা

(নাযির তালিম, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান)

বয়াতের অব্যবহিত পরই বিবাহ সংক্রান্ত মন্তব্য

হুযুর আনোয়ার (আই.) কে 'লেকা মা'আল আরব'-এ প্রশ্ন করা হয়, কোন মেয়ে বয়াত করার পর যদি যার তবলীগে বয়াত করেছেন তাকে বিয়ে করতে চান তবে কতদিন অপেক্ষা করতে হবে। হুযুর (আই.) উত্তরে বলেন, জামাতের পক্ষ থেকে বাধা নেই। তবে প্রশ্ন হল এই যে, ছেলেটি কি দুনিয়াতে তবলীগ করার জন্য আর কাউকে পায় নি। খেয়াল করা দরকার কি উদ্দেশ্যে বয়াত করা হয়েছে? বয়াতের উদ্দেশ্যের মধ্যেই যদি সমস্যা থাকে তবে বিয়ে ও বয়াত দুটোই দুর্বল হয়ে গেল।

হজ্জ ও জলসার পৃথক তাৎপর্য

'লেকা মা'আল আরব'-অনুষ্ঠানের একটি পর্বে " আহমদীরা জলসায় যাওয়াকে হজ্জের তুল্য বলে মনে করে"- এ অভিযোগের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, হজ্জ স্থায়ীভাবে মক্কা ও তদ্‌সংলগ্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত বিশেষ এক ইবাদত। এটি অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হতে পারে না। তবে ইসলামের কার্যকর কেন্দ্র নবী বা তাঁর প্রতিনিধির সাথে সাথে চলতে থাকে। যখন রসূল করীম (সা.) মদীনাতে ছিলেন তখন হজ্জের কেন্দ্র মক্কা হলেও ইসলামের কার্যকর কেন্দ্র ছিল মদীনা। আর দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন ইসলামের শিক্ষা ও চর্চার জন্য মদীনায় সমবেত হতেন।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজ লোকে জাগতিক কারণে পাশ্চাত্যে সফরে গেলে, এমনকি হজ্জ না করে সেখানে গেলেও, কোন আপত্তি করে না। অথচ ধর্মের জন্য যুগ-ইমামের সাথে মিলিত হতে গেলে আপত্তি উঠে। তবে সেই সাথে মনে রাখা দরকার, আহমদীরা অবশ্যই এই বিশ্বাস রাখে যে, যদি কেউ ৫০ বারও জলসায় যোগদান করেন, তথাপি হজ্জের দায়িত্ব তার মাথার উপর ঝুলতে থাকে। আর শর্তাবলী পূর্ণ হলে এ ফরয তাকে অবশ্যই আদায় করতে হবে।

(সৌজন্যে: পাক্ষিক আহমদী, ৩১জানুয়ারী-১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৫-এর সংখ্যা)

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

জুমআর খুতবা

খোদার অংশীদার বানানো এবং পিতামাতার অধিকার হরণ করার পর ইসলামে তৃতীয় সব চেয়ে বড় পাপ হল মিথ্যা কথা বলা।

ঈমান এবং কাপুরুষতা একত্রিত হতে পারে, কিন্তু ঈমান এবং মিথ্যা কখনও একত্রিত হতে পারে নাা। যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করে, কিয়ামতের দিন সে খোদার শাস্তির নীচে হবে।

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবি হযরত মহম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য নিয়ে আলোচনা

মদীনা প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতাকারী ,মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গকারী, যুদ্ধে ইন্ধনদাতা, নৈরাজ্যবাদী, অশ্লীলভাষী এবং হত্যার ষড়যন্ত্রকারী দুর্বৃত্তপরায়ণ কুখ্যাত ইহুদী সর্দার কাআব বিন আশরফ-এর হত্যার কারণসমূহ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মডার্ন,(ইউকে) থেকে প্রদত্ত ৭ই ফেব্রুয়ারী , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (৭তবলীগ, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তার নাম হলো, হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা আনসারী (রা.)। মুহাম্মদ (রা.)-এর পিতার নাম ছিল মাসলামা বিন সালামা। তার দাদার নাম সালামা ছাড়া খালেদও উল্লেখ করাহয়েছে। তার মা ছিলেন উম্মে সাহাম, যার নাম ছিল খুলায়দা বিনতে আবু উবায়দা। তিনি আনসারদের অওস গোত্রের সদস্য ছিলেন এবং আব্দে আশআল গোত্রের মিত্র ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামার উপনাম বা ডাকনাম আবু আব্দুল্লাহ্ বা আব্দুর রহমান এবং আবু সাঈদও বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ইবনে হাজ্‌র-এর মতে বেশি সঠিক হলো আবু আব্দুল্লাহ্। এক ভাষ্য মতে তিনি মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের বাইশ বছর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত যাদের নাম অজ্ঞতার যুগে মুহাম্মদ রাখা হয়েছে।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত,১৯৯০) (আল আসাবা ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৮, ইলমিয়া, বেরুত১৯৯৫) (উসদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৬, ইলমিয়া, বেরুত,২০০৩)

মদিনার ইহুদিরা সেই নবীর প্রতীক্ষায় ছিল যার সুসংবাদ হযরত মূসা (আ.) প্রদান করেছিলেন। তিনি (আ.) বলেছিলেন, সেই আগমনকারী নবীর নাম মুহাম্মদ হবে। আরববাসীরা একথা শোনার পর নিজেদের সন্তানদের নাম মুহাম্মদ রাখা আরম্ভ করে। মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীতে যেসব লোকের নাম অজ্ঞতার যুগে শুভ লক্ষণ স্বরূপ মুহাম্মদ রাখা হয়েছে তাদের সংখ্যা তিন থেকে পনেরো পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। সীরাত ইবনে হিশামের ব্যাখ্যাকারী বা বিশ্লেষক আল্লামা সুহায়েলী তিনজনের নাম লিখেছেন যাদের নাম মুহাম্মদ ছিল। আল্লামা ইবনে আসীর পাঁচজনের নাম লিখেছেন আর আব্দুল ওয়াহাব শেরানী (রহ.) তাদের সংখ্যা পনেরো জন বলে উল্লেখ করেছেন। সকলের অবগতি জন্য সেই পনেরোটি নাম বা কয়েকটির নাম আমি এখানে বলেও দিচ্ছি। তারা হলেন, মুহাম্মদ বিন সুফিয়ান, মুহাম্মদ বিন উহায়হা, মুহাম্মদ বিন হুমরান, মুহাম্মদবিন খুযায়ী, মুহাম্মদ বিন আদী, মুহাম্মদ বিন ওসামা, মুহাম্মদ বিন বারাআ, মুহাম্মদ বিন হারেস, মুহাম্মদ বিন হিরমায, মুহাম্মদ বিন খওলী, মুহাম্মদ বিন ইয়াহ্‌মাদ, মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ, মুহাম্মদ বিন উসায়দী, মুহাম্মদ ফুকায়মী এবং হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা।

(মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ ওয়াল্লাযীনা মাআহু, প্রণেতা- আব্দুল হামীদ , ২য় খণ্ড, পৃ: ১১১-১১২) (রউযুল উনাফ, শারাহ ইবনে হিশাম, প্রণেতা আল্লামা সোহেলী, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৮০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত) (উসদুল গাবা লি ইবনে আসীর, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৭২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত) (কাশফুল গাম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৮৩-২৮৪) (আল আসাবা ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৮)

হযরত মুহাম্মদ মাসলামা প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি হযরত মুসআব বিন উমায়েরের হাতে হযরত সা'দ বিন মুআয-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত উবায়দাবিন জাররাহ্ যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন মহানবী (সা.) তার সাথে তাকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেন। তিনি সেসব সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা কা'ব বিন আশরাফ এবং আবু রাফে' সালাম বিনআবু হুকায়েককে হত্যা করেছিল। এই দু'জন নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ছিল যারা মুসলমানদের ক্ষতি করতে চাইত, এই অপচেষ্টায় লেগে থাকত বরং মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করানোরও চেষ্টা করেছে, এমনকি মহানবী (সা.)-এর ওপরও আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র করে। তাই মহানবী (সা.) তাদেরকে হত্যা করার দায়িত্ব এদের ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। মহানবী (সা.) কোন কোন যুদ্ধের সময় মদিনায় তত্ত্বাবধায়ক হিসেবেও তাকে নিযুক্ত করেছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামার পুত্ররা হলেন- জা'ফর, আব্দুল্লাহ্,সা'দ, আব্দুর রহমান এবং উমর আর তারা সকলেই মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হন। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা কেবল তাবুকের যুদ্ধ ছাড়া বদর ও উহুদের যুদ্ধ সহ সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন, কেননা তাবুকের যুদ্ধের সময় তিনি মহানবী (সা.)-এর অনুমতিক্রমে মদিনায় অবস্থান করেছেন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৮) (শারাহ যুরকানী, ২য় খণ্ড,পৃ: ৫১১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত)

যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, দু'জন নৈরাজ্যবাদী ও ইসলামের শত্রুর হত্যায় হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামার ভূমিকা ছিল। এর কিছু বিবরণ দেড় বছর পূর্বে হযরত উবাদা বিন বিশরের স্মৃতিচারণে আমি তুলে ধরেছিলাম। তথাপি কিছু কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি, এছাড়া আরো কিছু কথাও রয়েছে। সীরাত খাতামান্নাবিঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব কা'ব বিন আশরাফের হত্যা সম্পর্কে লিখেছেন যে, বদরের যুদ্ধ মদিনার ইহুদিদের হৃদয়ে লালিত শত্রুতাকে দৃশ্যপটে নিয়ে আসে এবং তারা বিরোধিতা বাড়িয়ে দেয় । তারা তাদের দুষ্কৃতি এবং নৈরাজ্যে ক্রমশ সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে। যেমন কা'ব বিন আশরাফের হত্যার ঘটনাও এই ধারাবাহিকতারই একটি ফলাফল। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কা'ব ইহুদি হলেও প্রকৃত অর্থে সে ইহুদি বংশোদ্ভূ ত ছিল না বরং আরব ছিল। তার পিতা আশরাফ বনু নাবহানের এক ধূর্ত এবং সুপরিচিত ব্যক্তি ছিল, যে মদিনায় এসে বনু নজীরের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে, তাদের মিত্র সাজে, আর অবশেষে সে এতটা ক্ষমতা এবং প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করে যে, বনু নজীরের বড় রইস বা নেতা আবু রাফে' বিন আবুল হুকায়েক তার মেয়েকে তার কাছে বিয়ে দেয় এবং তারই গর্ভে কা'বের জন্ম হয়, যে বড় হয়ে তার পিতার চেয়েও অধিক মর্যাদা অর্জন করে। অবশেষে সে এমন পদমর্যাদা অর্জন করে নেয় যে, পুরো আরবের ইহুদিরা তাকে নিজেদের সর্দার মনে করতে আরম্ভ করে। চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সে অত্যন্ত নোংরা চরিত্রের মানুষ ছিল

গোপন ষড়যন্ত্র এবং শত্রুতার কৌশলে সে ছিল যারপরনাই দক্ষ। পুণ্য তার ধারে কাছেও ঘেষেনি। মন্দ, পাপ, লড়াই করানো, নৈরাজ্য সৃষ্টি ও ফিতনা ছড়ানোর ক্ষেত্রে সে চরম দক্ষতা রাখত। যাহোক, মহানবী (সা.) যখন হিজরত করে মদিনায় আসেন তখন কা'ব বিন আশরাফও অন্যান্য ইহুদিদের সাথে সেই চুক্তিভুক্ত হয়, যা মহানবী (সা.) এবং ইহুদিদের মাঝে পারস্পরিক বন্ধুত্ব, শান্তি, নিরাপত্তা এবং সম্মিলিত প্রতিরক্ষা সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে কা'ব এর হৃদয়ে হিংসা এবং বিদ্বেষের অগ্নি দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। সে গোপন কৌশল ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (সা.) এর বিরোধিতা আরম্ভ করে। কা'বের বিরোধিতা ক্রমশ ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে থাকে। সে নিজের বিরোধিতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে। অবেশেষে বদরের যুদ্ধের পর সে এমন আচার-আচরণ প্রদর্শন করে যা ছিল চরম নৈরাজ্যকর ও অশান্তির কারণ। যার ফলে মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে।

বদরের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন এক অসাধারণ বিজয় লাভ করে আর কুরাইশ নেতাদের অধিকাংশ নিহত হয় তখন সে বুঝে যায় যে, এখন এই নতুন ধর্ম এমনিতেই নিশ্চিহ্ন হবে বলে মনে হচ্ছে না। পূর্বে ধারণা ছিল যে, এটি এক নতুন ধর্ম, এমনিতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে, নিজেই ধ্বংস হবে। কিন্তু ইসলামের উন্নতি দেখে ও বদরের যুদ্ধের ফলাফল দেখে তার এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, এটি এমনিতেই ধ্বংস হবে না। সুতরাং বদরের যুদ্ধের পর সে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস করার ক্ষেত্রে নিজের সর্বশক্তি নিয়োজিত করার বিষয়ে সংকল্পবদ্ধ হয়।

কা'ব যখন নিশ্চিত হয়ে যায় যে, সত্যিই বদরের বিজয় ইসলামকে সেই দৃঢ়তা দান করেছে যা সে ভাবতেও পারত না, তখন সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে যায় আর তাৎক্ষণিকভাবে সফরের প্রস্তুতি নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সেখানে গিয়ে তার বাকপটুতা এবং (জ্বালাময়ী) কবিতার জোরে কুরাইশদের হৃদয়ের সুপ্ত অগ্নিকে উস্কে দেয় আর তাদের হৃদয়ে মুসলমানদের রক্তের অতৃপ্ত পিপাসা জাগিয়ে তুলে, তাদের বুকে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। কা'বের লাগানো অগ্নির কারণে যখন তাদের আবেগ অনুভূতি বিস্ফোরন্মুখ হয়ে উঠে তখন সে তাদেরকে কাবা গৃহের প্রাঙ্গনে নিয়ে গিয়ে খানা-কাবার পর্দা তাদের হাতে দিয়ে এই শপথ আদায় করে যে, যতদিন ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতাকে ভূপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন না করব ততদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস নিব না।

এরপর এই হতভাগা অন্যান্য গোত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের কাছে গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করে। এরপর মদিনায় ফিরে এসে সে মুসলমান নারীদের নিয়ে 'তাশবীব' করে, অর্থাৎ নিজের উত্তেজক কবিতায় অত্যন্ত নোংরা ও অশ্লীলভাবে মুসলমান নারীদের কথা উল্লেখ করে। এমনকি নবী পরিবারের সম্মানিত নারীদেরও নিজের নোংরা ও অশ্লীল কবিতার লক্ষ্যে পরিণত করতে দ্বিধা করে নি আর দেশের সর্বত্র এসব কবিতা ছড়িয়ে বেড়ায়। অবশেষে সে মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে আর কোন নিমন্ত্রণ ইত্যাদির অজুহাতে তাঁকে নিজের ঘরে ডেকে কতিপয় ইহুদি যুবকের হাতে তাঁকে হত্যা করানোর ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যথাসময়ে এই খবর প্রকাশ পেয়ে যায় আর তার এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

বিষয় যখন এতটুকু গড়ায় আর কা'বের অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, বিদ্রোহ, যুদ্ধের প্ররোচনা, নৈরাজ্য, অশ্লীল কথাবার্তা আর হত্যার ষড়যন্ত্র করার বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন মহানবী (সা.), যিনি মদিনার গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান এবং প্রধান বিচারপতি ছিলেন , তিনি বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাঝে সংঘটিত সেই চুক্তি অনুযায়ী, যা তাঁর মদিনায় আগমনের পর মদিনাবাসীদের সাথে হয়েছিল, এই রায় প্রদান করেন যে, কা'ব বিন আশরাফ নিজ অপকর্মের কারণে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য। কা'ব সৃষ্ট নৈরাজ্যের কারণে তখন যেহেতু মদিনার পরিবেশ এমন হয়ে উঠছিল যে, তার বিরুদ্ধে রীতিমত ঘোষণা দিয়ে যদি তাকে হত্যা করা হতো তাহলে মদিনায় এক ভয়াবহ গৃহ-যুদ্ধের আশঙ্কা ছিল, যার ফলে কতটা রক্তপাত ও প্রাণহানী ঘটতো তা অনুমান করা যায় না। আর মহানবী (সা.) যেহেতু সকল সম্ভাব্য এবং বৈধ ত্যাগ স্বীকার করে হলেও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাঝে খুনাখুনী ও রক্তপাতকে বন্ধ করতে চাইতেন, তাই তিনি (সা.)এই নির্দেশ প্রদান করেন যে, কা'বকে প্রকাশ্যে মানুষের সামনে হত্যা না করে যথোপযুক্ত কোন সময় বের করে কয়েক ব্যক্তি তাকে হত্যা করবে। এই দায়িত্ব তিনি অওস গোত্রের নিষ্ঠাবান একজন সাহাবী মুহাম্মদ বিন মাসলামার ওপর ন্যস্ত করেন এবং তাকে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেন যে, যে রীতি-ই অবলম্বন করবেন তা যেন অওস গোত্রের নেতা সাদ বিন মুআয-এর পরামর্শক্রমে করুন। মুহাম্মদ বিন মাসলামা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! নীরবে হত্যা করার জন্য তো কোন কথা বলতে হবে, অর্থাৎ কোন অজুহাত দেখাতে হবে, যার ভিত্তিতে কা'বকে তার ঘর থেকে বের করে কোন নিরাপদ স্থানে তাকে হত্যা করা সম্ভব হবে। তিনি (সা.) সেই অসাধারণ ফলাফলকে দৃষ্টিপটে রেখে, যা এ ক্ষেত্রে নীরবে শাস্তি প্রদানের পন্থাকে পরিত্যাগ করলে সৃষ্টি হতে পারতো,এতে সম্মতি প্রদান করেন। সুতরাং মুহাম্মদ বিন মাসলামা হযরত সা'দ বিন মুআয-এর পরামর্শক্রমে আবু নায়েলার সাথে আরো দু'তিনজন সাহাবীকে নিজের সাথে নেন আর কা'বের ঘরে পৌঁছেন এবং কা'বকে তার ঘর থেকে ডেকে বলেন যে, আমাদের সাহেব অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের কাছে সদকা বা আর্থিক কুরবানীর চাচ্ছেন, কিন্তু আমরা অসচ্ছল, তুমি কি অনুগ্রহ করে কিছু ঋণ দিতে পার? এ কথা শুনে কা'ব আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে এবং বলে যে, আল্লাহ্‌র কসম! এখন কিছুই দেখনি, সেই দিন দূরে নয় যখন তোমরা এই ব্যক্তির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাঁকে ছেড়ে দিবে। মুহাম্মদ বিন মাসলামা উত্তর দেন, আমরা তো মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ ও আনুগত্য শিরোধার্য করেছি, তোমার কাছে যে কাজের জন্য এসেছি, তুমি এটি বল যে, ঋণ দিবে কি না? কা'ব বলে যে, হ্যাঁ, কিন্তু আমার কাছে কোন কিছু বন্ধক রাখতে হবে। মুহাম্মদ বিন মাসলামা জিজ্ঞেস করেন, কী জিনিস? সেই দুর্ভাগা উত্তর দেয় যে, তোমাদের নারীদেরকে আমার কাছে বন্ধক রাখ। তিনি (রা.) ক্রোধ দমন করে বলেন, এটি কীভাবে হতে পারে যে, তোমার মতো মানুষের কাছে আমরা আমাদের নারীদের বন্ধক রাখব। সে বলে, ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের পুত্রদের বন্ধক রাখ। মুহাম্মদ বিন মাসলামা বলেন, এটিও অসম্ভব, আমরা সারা আরবের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ সহ্য করতে পারব না, অবশ্য তুমি যদি সদয় হও তাহলে আমরা আমাদের অস্ত্র তোমার কাছে বন্ধক রাখছি। এতে কা'ব সম্মত হয়ে যায়। মোহাম্মদ বিন মাসলামা এবং তার সাথিরা রাতে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে আসেন। রাত হতেই এই ছোট্ট দলটি সশস্ত্র হয়ে কা'বের বাসায় পৌঁছে, কেননা তখন চুক্তি অনুযায়ী তারা প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে যেতে পারতেন যা তার কাছে (বন্ধক) রাখার কথা হয়েছিল। এরপর তারা তাকে ঘর থেকে ডেকে কথা বলতে বলতে এক দিকে নিয়ে যায়, আর কিছুক্ষণ পর পায়চারিরত অবস্থায় মুহাম্মদ বিন মাসলামা বা তার কোন সাথি কোন অজুহাতে কা'বের মাথায় হাত দেন এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে তার চুলগুলোকে দৃঢ়ভাবে ধরে নিজ সঙ্গীদেরকে আঘাত করার জন্য আহ্বান করেন। পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ও অস্ত্রসজ্জিত সাহাবীরা তৎক্ষণাৎ তরবারি চালনা করেন এবং কা'ব নিহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মোহাম্মদ বিন মাসলামা এবং তার সাথিরা সেখান থেকে দ্রুত মহানবী (সা.) এর সকাশে উপস্থিত হন এবং এই হত্যার সংবাদ তাঁকে (সা.) প্রদান করেন।

কা'বের নিহত হওয়ার সংবাদ জানাজানি হলে শহরে এক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে আর ইহুদিরা ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় দিন প্রভাতে ইহুদিদের একটি প্রতিনিধি দল মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয় এবং অভিযোগ করে যে, আমাদের সরদার কা'ব বিন আশরাফকে এভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাদের কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা কি জান, কা'ব কী কী অপরাধ করেছে? এরপর তিনি সংক্ষিপ্ত পরিসরে কা'বের চুক্তি ভঙ্গ করা, যুদ্ধে প্ররোচিত করা, নৈরাজ্য, অশ্লীল কথা বলা এবং হত্যার ষড়যন্ত্র ইত্যাদি স্মরণ করান। তখন তারা ভয়ে চুপ হয়ে যায় এবং আর কোন উচ্চবাচ্চ করে নি। এরপর মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, তোমাদের উচিত হবে অন্ততপক্ষে ভবিষ্যতে শান্তি এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে সহাবস্থান কর এবং শত্রুতা ও নৈরাজ্যের বীজ বপন করো না। সুতরাং ইহুদিদের সম্মতিক্রমে ভবিষ্যতের জন্য একটি নতুন চুক্তি লেখা হয় আর ইহুদিরা নতুনভাবে মুসলমানদের সাথে শান্তিতে থাকার এবং ফিতনা ও নৈরাজ্যের রীতি পরিত্যাগের অঙ্গীকার করে।

কা'ব যদি অপরাধী না হতো তাহলে ইহুদিরা কখনো এত সহজে নতুন চুক্তি করত না আর তাকে হত্যার কারণে চুপচাপ বসে থাকত না।

যুগ ইমাম-এর বাণী

"সর্বদা সত্যের সঙ্গ দাও।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

যাহোক, তারা এই নতুন চুক্তি করে যে, ভবিষ্যতে আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করব। ইতিহাসের কোথাও একথার উল্লেখ নেই যে, এই ঘটনার পর ইহুদিরা কখনো কা'ব বিন আশরাফের হত্যার উল্লেখ করে মুসলমানদের প্রতি দোষারোপ করেছে; কেননা তাদের হৃদয় এটি অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, কা'ব তার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে।

কা'ব বিন আশরাফের হত্যার বিষয়ে কতিপয় পশ্চিমা ইতিহাসবিদ অনেক কিছু লিখেছে এবং এই হত্যাকাণ্ডকে মহানবী (সা.)-এর চরিত্রে এক দৃষ্টিকটু দাগ হিসেবে উপস্থাপন করে বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করেছে। কিন্তু দেখার বিষয় হলো- প্রথমত এই হত্যাকাণ্ড নিজ সত্তায় একটি বৈধ কার্য ছিল, নাকি ছিল না? আর দ্বিতীয়ত এই হত্যার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল- তা বৈধ ছিল, নাকি ছিল না? প্রথম কথা হলো- এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, কা'ব বিন আশরাফ মহানবী (সা.)-এর সাথে রীতিমত শান্তি ও নিরাপত্তার চুক্তি করেছিল; এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ তো দূরে থাক- সে এই অঙ্গীকার করেছিল যে, প্রত্যেক বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে সে মুসলমানদের সহায়তা করবে এবং মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে। এই চুক্তির ভিত্তিতে সে এটিও স্বীকার করেছিল যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যে ব্যবস্থা মদিনাতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, মহানবী (সা.) তার প্রধান হবেন এবং সর্বপ্রকার বিবাদ-বিসম্বাদে তাঁর (সা.) সিদ্ধান্ত সকলের জন্য মানা আবশ্যক হবে। যেমন ইতিহাস থেকে এটি প্রমাণিত যে, এই চুক্তির অধীনেই ইহুদিরা তাদের মামলা-মোকদ্দমা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করত এবং তিনি (সা.) সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন।

যদি এমন পরিস্থিতি সত্ত্বেও কা'ব সকল চুক্তি ও অঙ্গীকার উপেক্ষা করে মুসলমানদের সাথে, বরং প্রকৃত কথা হলো- সমসাময়িক সরকারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং মদিনায় অশান্তি ও বিশৃঙখলার বীজ বপন করে, আর দেশে যুদ্ধের অনল উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করে, অধিকন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরব গোত্রগুলোকে ভয়াবহভাবে ক্ষেপিয়ে তুলে, এবং মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে, তাহলে কা'ব-এর অপরাধ, বরং বহু অপরাধের সমষ্টি এমন ছিলনা যে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা কোন অযৌক্তিক কাজ গণ্য হবে। মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে লঘু কোন শাস্তি হতে পারে কি যা এই ইহুদির নৈরাজ্যবাদিতাকে বন্ধ করতে পারতো? অধুনা কালের তথাকথিত সভ্য জাতি হিসেবে অভিহিত রাষ্ট্রগুলোতে বিদ্রোহ, অঙ্গীকার ভঙ্গ, যুদ্ধের প্ররোচনা ও হত্যার ষড়যন্ত্রের অপরাধে অপরাধীকে কি মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় না?

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, এখন হত্যার রীতি সম্পর্কে প্রশ্ন হতে পারে যে, হত্যার পদ্ধতি বৈধ ছিল কি-না? অর্থাৎ প্রশ্ন হ লো হত্যার পদ্ধতি সম্পর্কিত যে, তা কেমন ছিল?

এ সম্পর্কে স্মরণ রাখা উচিত যে, সে সময় আরবে নিয়মতান্ত্রিক কোন সরকার ব্যবস্থা ছিল না। বরং প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক গোত্র স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিল। এমতাবস্থায় এমন কোন্ আদালত ছিল যেখানে কা'বের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে রীতিমত মৃত্যুদণ্ডাদেশ হস্তগত করা যেত? তার বিরুদ্ধে কি ইহুদিদের নিকট অভিযোগ করা যেত যাদের সে নেতা ছিল, বরং যারা কিনা নিজেরাই মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং প্রতিনিয়ত অশান্তি সৃষ্টি করত? মক্কার কুরাইশদের নিকট মামলা করা যেত কি যারা মুসলমানদের রক্তপিপাসু ছিল? সুলায়েম ও গাতফান গোত্রের কাছে সাহায্য চাওয়া যেত কি যারা কিনা বিগত কয়েক মাসে তিন-চারবার মদিনায় অতর্কিতে হামলার প্রস্তুতি নিয়েছিল?

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, সুতরাং চিন্তা করে দেখ যে, এক ব্যক্তির উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড, যুদ্ধের প্ররোচনা, নৈরাজ্য ছড়ানো ও হত্যার ষড়যন্ত্র করার কারণে তার জীবনকে নিজের জন্য ও দেশের শান্তির জন্য বিপজ্জনকে দেখে আত্মরক্ষার মানসে সুযোগে তাকে হত্যা করা ব্যতীত মুসলমানদের নিকট আর কোন্ রাস্তা অবশিষ্ট ছিল? কেননা বহু শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষের জীবন বিপদাপন্ন হওয়া ও দেশের শান্তি বিনষ্ট হওয়ার পরিবর্তে একজন মন্দ ও ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী ব্যক্তির নিহত হওয়া অনেক উত্তম।

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের ব্যবহারিক নমুনার মাধ্যমে আশপাশের মানুষের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরতে হবে।

(বেলজিয়াম জলসার সমাপনী ভাষণ, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali and family, Jamat Ahmadiyya Sian, (Birhum)

এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, হিজরতের পরে মুসলমান এবং ইহুদিদের মাঝে যে চুক্তি হয়েছিল সে অনুসারে মহানবী (সা.) একজন সাধারণ নাগরিকের মর্যাদা রাখতেন না বরং তিনি সেই প্রজাতন্ত্রের প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন যা মদিনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁকে সকল প্রকার ঝগড়া-বিবাদ এবং রাজনৈতিক বিষয়াদিতে যে সিদ্ধান্ত উপযুক্ত মনে করতেন তা জারি করার অধিকার তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

সুতরাং তিনি দেশের শান্তির স্বার্থে কা'বের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণে তাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করেন। সুতরাং এ মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্তে কোন আপত্তির সুযোগ নেই। ইতিহাস থেকে এটিও প্রমাণিত যে, স্বয়ং ইহুদিরা কা'বের এ শাস্তিকে তার অপরাধের কারণেআবশ্যক জ্ঞান করে নীরবতা অবলম্বন করে এবং এতে আপত্তি করে নি। যদি এ আপত্তি করা হয় যে, মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়ার পূর্বে ইহুদিদের ডেকে তাদেরকে কা'বের অপরাধ সম্পর্কে কেন অবহিত করা হয় নি এবং পূর্ণ যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনের পর যথারীতি ও প্রকাশ্যে তাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয় নি? অতএব এর উত্তর হলো, সে সময় অবস্থা এমন স্পর্শকাতর হয়ে উঠছিল যে, এমন পন্থা অবলম্বন করলে জাতিগত দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাওয়ার ভয়াবহ আশংকা ছিল অধিকন্তু মদিনায় ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ ও রক্তপাতের এক ধারা সূচিত হওয়ার সমূহ আশংকা ছিল। অতএব সেসব কাজের ন্যায় যা দ্রুত এবং নীরবতার সাথে সম্পাদন করা-ই কল্যাণকর হয়ে থাকে, মহানবী (সা.) সর্বসাধারণের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে এটাই উপযুক্ত মনে করলেন যে, নীরবে কা'বের শাস্তির নির্দেশ জারী করা উচিত; কিন্তু এতে মোটেই কোন ধরনের প্রতারণা ছিল না আর মহানবী (স.)-এর এ ইচ্ছাও ছিল না যে, এ শাস্তির বিষয়টি সদা গোপন থাকবে, কেননা ইহুদিদের প্রতিনিধি দল পরবর্তী সকালে তাঁর (সা.) কাছে উপস্থিত হতেই, তিনি (সা.) কালবিলম্ব না করে সাথে সাথে তাদেরকে পুরো বৃত্তান্ত শুনিয়ে দেন এবং এ কাজের পূর্ণ দায়ভার নিজের উপর নিয়ে এটি প্রমাণ করে দেন যে, এতে প্রতারণার কোন প্রশ্নই উঠেনা এবং ইহুদিদেরকে এটি পরিষ্কারভাবে বলে দেন যে, অমুক অমুক গুরুতর অপরাধের কারণে কা'বের জন্য এ শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছিল যা আমার আদেশে জারি করা হয়েছে।

বাকি রইল এ আপত্তি যে, তখন মহানবী (সা.) নিজ সাহাবীদেরকে মিথ্যা বলা ও প্রতারণার অনুমতি দিয়েছেন! এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং সঠিক রেওয়ায়েত এটিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। মহানবী (সা.) কখনো মিথ্যা ও প্রতারণার অনুমতি দেননি, বরং বুখারীর রেওয়ায়েত অনুসারে যখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, কা'বকে গোপনে হত্যা করার জন্য কিছু বলতে হবে; তখন তিনি সেই মহা কল্যাণকে দৃষ্টিপটে রেখে যা গোপনে শাস্তি প্রদানের কারণ হয়েছে, উত্তরে শুধু এটি বলেছেনযে, হ্যাঁ। তখন এ ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে বা মুহাম্মদ বিন মাসলামার পক্ষ থেকে এরচেয়ে বেশি কোন ব্যাখ্যা আদৌ করা করা হয় নি। মহানবী (সা.) এর কথার মর্ম শুধু এটি ছিল যে, মুহাম্মদ বিন মাসলামা এবং তার সাথীদেরকে যারা কা'বের ঘরে গিয়ে তাকে বাইরে বের করে আনবে; ঐ সময় অবশ্যই এমন কোন কথা বলতে হবে যার ফলে কা'ব স্বেচ্ছায় ও নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে তাদের সাথে চলে আসবে। এতে মোটেই দোষের কিছু নেই। যুদ্ধের সময় গুপ্তচর প্রমুখদেরও দায়িত্বপালন করতে গিয়ে এ ধরনের কথা বলতে হয়, যার ওপর কখনো কোন বুদ্ধিমান আপত্তি করে নি। অতএব মহানবী (সা.)-এর চরিত্র অবশ্যই পবিত্র। বাকি থাকল মুহাম্মদ বিন মাসলামাদের বিষয়, যারা সেখানে গিয়ে বাস্তবে এ ধরনের কথা বলেছিলেন; তাদের আলাপচারিতার মাঝেও প্রকৃতপক্ষে নৈতিকতা পরিপন্থী কিছু ছিল না। তাঁরা প্রকৃতপক্ষেই কোন মিথ্যার আশ্রয় নেন নি। যদিও নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিপটে রেখে কিছু দ্ব্যর্থবোধক শব্দ অবশ্যই ব্যবহার করে থাকবেন। কিন্তু এছাড়া কোন গত্যন্তরও ছিল না আর যুদ্ধের পরিস্থিতিতে একটি মহান ও পুণ্য উদ্দেশ্যে সোজা ও পরিষ্কার আলাপচারিতা হতে এতটা অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিচ্যুতি অবশ্যই কোন বুদ্ধিমান ও সৎ ব্যক্তির দৃষ্টিতে কোনভাবে আপত্তিকর হতে পারে না।

এখন কেউ কেউ এই প্রশ্নও উত্থাপন করেছে যে, যুদ্ধে মিথ্যা বলা ও প্রতারণা করা বৈধ কিনা। কোন কোন রেওয়ায়েতে এটি বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলতেন, 'আল হারবু খুদ'আ' অর্থাৎ যুদ্ধ এক প্রকার প্রতারণা। আর এ থেকে এই অর্থ নেওয়া হয় যে, নাউযুবিল্লাহ্, মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতারণার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। অথচ প্রথমত 'আল হারবু খুদ'আ'-এর অর্থ এটি নয় যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ধোঁকা দেওয়া বৈধ বরং এর অর্থ হলো যুদ্ধ স্বয়ং একটি ধোঁকা। অর্থাৎ যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না যে, (ফলাফল) কী হবে। অর্থাৎ যুদ্ধের ফলাফলকে এত বেশি বিষয় প্রভাবিত করে যে, পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন; ফলাফল কী হবে তা

বলা যায় না। আর এই অর্থের সত্যায়ন এভাবে হয়: এই রেওয়ায়েতটি হাদীসে দুইভাবে বর্ণিত হয়েছে। একটি রওয়ায়েতে রয়েছে যে, মহানবী(সা.) বলেছেন, 'আল হারবু খুদ'আ' অর্থাৎ যুদ্ধ একটি ধোঁকা। আর অপর রেওয়ায়েতে রয়েছে যে,'সাম্মাল হারবা খুদ'আ' অর্থাৎ মহানবী (সা.) যুদ্ধের নাম ধোঁকা বা প্রতারণা রেখেছিলেন। আর উভয়টিকে একত্রিত করলে এই ফলাফল বের হয় যে, মহানবী (সা.)-এর বলার উদ্দেশ্য এটি ছিল না যে, যুদ্ধে ধোঁকা দেওয়া বৈধ, বরং একথার মর্ম ছিল, যুদ্ধ স্বয়ং একটি প্রহসন। কিন্তু যদি আবশ্যিকভাবে এর এই অর্থও করা হয় যে, যুদ্ধে প্রতারণা (করা) বৈধ তবুও এক্ষেত্রে প্রতারণা বলতে রণকৌশল বা (যুদ্ধের) পরিকল্পনা বুঝানো হয়েছে, এর অর্থ কোনভাবেই মিথ্যা বা প্রবঞ্চনা নয়। কেননা এখানে 'খুদ'আ' এর অর্থ হলো, পরিকল্পনা ও রণকৌশল, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা নয়। কাজেই (এর) অর্থ হলো, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে কোন কৌশল বা পরিকল্পনা দ্বারা উদাসীন করে পরাভূত করা অথবা পরাজিত করা নিষেধ নয়। পরিকল্পনা বা কৌশলেরও বিভিন্ন ধরন হতে পারে। উদহারণস্বরূপ সঠিক হাদিস থেকে এটি প্রমাণিত যে, মহানবী (সা.) যখন কোন অভিযানে বের হতেন তখন সাধারণত নিজের গন্তব্যের কথা প্রকাশ করতেন না। অনেক সময় এমনও করতেন যে, যাবেন হয়ত দক্ষিণে কিন্তু শুরুতে উত্তর দিকে যাত্রা করতেন এরপর ঘুরে দক্ষিণ দিকে যেতেন। অথবা কখনো কেউ যদি জিজ্ঞেস করত যে, কোত্থেকে এসেছ? তখন মদিনার নাম উল্লেখ না করে নিকটস্থ বা দূরবর্তী কোন অবস্থানস্থলের নাম বলে দিতেন। অথবা এ ধরনের অন্য কোন বৈধ রণকৌশল অবলম্বন করতেন। অথবা যেমনটি পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত করা হয়েছে, সাহাবীগণ অনেক সময় এটি করতেন যে, শত্রুদের অমনোযোগি করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্র হতে পিছু হটতে আরম্ভ করতেন আর শত্রু যখন উদাসীন হয়ে পড়ত এবং তাদের সারিগুলোতে বিশৃঙ খলা দেখা দিত তখন অকস্মাৎ হামলা করতেন।এগুলো 'খুদআতুন' এরই সবরূপ যাকে যুদ্ধাবস্থায় বৈধ আখ্যা দেওয়া হয়েছে আর এখনও বৈধ জ্ঞান করা হয়। কিন্তু মিথ্যা ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নেওয়াকে ইসলাম কঠোরভাবে বারণ করে। যেমন মহানবী (সা.) সার্বিকভাবে বলতেন যে, ইসলামে খোদার সাথে শির্ক করা এবং পিতামাতার অধিকার খর্ব করার পর তৃতীয় পর্যায়ে মিথ্যা বলার পাপ হলো সবচেয়ে বড় পাপ। তিনি আরো বলতেন, ঈমান ও ভীরুতা একস্থানে সমবেত হতে পারে কিন্তু ঈমান ও মিথ্যা কখনো সহাবস্থান করতে পারে না। আর প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে বলতেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করে সে কিয়ামত দিবসে খোদা তা'লার ভয়াবহ শাস্তির শিকার হবে। মোটকথা, যুদ্ধে যে ধরনের 'খুদআতুন' এর অনুমতি দেওয়া হয়েছে তা সত্যিকার প্রতারণা বা মিথ্যা নয়, বরং এর দ্বারা সেই রণকৌশল বুঝানো হয়েছে যা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে অসতর্ক করা বা তাকে পরাজিত করার জন্য অবলম্বন করা হয় ;অনেক ক্ষেত্রে যাকে বাহ্যত মিথ্যা বা প্রতারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করা যেতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মিথ্যা নয়। অতএব হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, আমাদের মতে নিম্নোক্ত হাদীস এর সত্যায়ন করে আর সেই হাদীসটি হলো, উম্মে কুলসুম বিনতে উকবাহ্ বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-কে শুধুমাত্র তিনটি ক্ষেত্রে এমন বিষয়ের অনুমতি প্রদান করতে শুনেছি যা প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা হয় না কিন্তু সাধারণ মানুষ ভুলবশত একে মিথ্যা মনে করতে পারে। প্রথমত যুদ্ধ, দ্বিতীয়ত বিবাদমান লোকদের মধ্যে মীমাংসা করনোর ক্ষেত্রেআর তৃতীয়ত স্বামী তার স্ত্রীর সাথে বা স্ত্রী তার স্বামীর সাথে এমন কোন কথা বলতে পারে যাতে একে অপরকে প্রীত করা উদ্দেশ্য থাকে। সর্বাবস্থায় সদিচ্ছা থাকা বাঞ্ছনীয় অথবা সৎ উদ্দেশ্য অর্জন হওয়া চাই।

এই হাদীস এক্ষেত্রে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখে নি যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যে ধরনের 'খুদআতুন' বা কৌশলের অনুমতি দেয়া হয়েছে এর উদ্দেশ্য মিথ্যা বা প্রতারণা নয় বরং এর অর্থ হলো সেসব বিষয় যা অনেক সময় রণকৌশল হিসেবে অবলম্বন করা অপরিহার্য হয় আর যা সকল জাতি এবং ধর্মে বৈধ জ্ঞান করা হয়।

কা'ব বিন আশরাফের ঘটনা বর্ণনা করার পর ইবনে হিশাম এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, কা'ব-এর হত্যার পর মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে এই নির্দেশনা দি য়েছিলেন, এখন তোমরা যে ইহুদির ওপরই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে তাকে হত্যা করবে। একারণে মুহাইয়েসা নামের একজন সাহাবী এক ইহুদির ওপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করেছিল। এই রেওয়ায়েতটিই আবু দাঊদ নকল করেছেন এবং উভয় রেওয়ায়েতের উৎস হলেন ইবনে ইসহাক। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, ইলমে রেওয়ায়েত (অর্থাৎ হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারী সম্পর্কিত জ্ঞান)-এর দিক থেকে এই রেওয়ায়েতটি দুর্বল এবং অনির্ভরযোগ্য। মহানবী (সা.) মোটেই এ কথা বলেন নি, কেননা ইবনে হিশাম এটিকে কোন প্রকার সনদ (অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখ) ছাড়া লিখেছেন, এর কোন সনদ নেই। আর আবু দাঊদ যে সনদ প্রদান করেছেন তা দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ। ইবনে ইসহাক এই সনদে বর্ণনা করেন যে, আমি এই ঘটনাটি যেইন বিন সাবেতের এক মুক্ত দাসের কাছে শুনেছিলাম আর এই নাম না জানা দাস, অর্থাৎ জানা নেই সে কে এবং তার নামই বা কী। (আর এই মুক্ত দাস) মুহাইয়েসা-র এক অজানা মেয়ের কাছ থেকে তা শুনেছে। আর সে-ও (অর্থাৎ সেই নাম না জানা কৃতদাস) আরেকজন মেয়ের কথা বলছে যার নাম জানা নেই। কোন রেওয়ায়েত থেকে এটি জানা যায় না যে, সেই মেয়ে কে। আবারসেই মেয়ে তার পিতার কাছে শুনেছে। এখন যে কেউ বুঝবে, এ ধরনের রেওয়ায়েত মোটেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না যার দুই জন বর্ণনাকারীর নাম সম্পূর্ণভাবে অজানা, যারা সম্পূর্ণভাবে অপরিচিত । আর দেরায়েত(অর্থাৎ হাদীসের বিষয়বস্তু) এর দিক থেকেও যদি প্রণিধান করা হয় তাহলে এই ঘটনা সঠিক প্রমাণিত হয় না। কেননা মহানবী (সা.)-এর সাধারণ রীতি এই কথাকে পুরোপুরি মিথ্যা সাব্যস্ত করে যে, তিনি (সা.) এরূপ সাধারণ নির্দেশ দিয়ে থাকবেন। উপরন্তু যদি কোন গণআদেশ হতো তাহলে অবশ্যই এর ফলাফলস্বরূপ বহু হত্যার ঘটনা ঘটত। কিন্তু রেওয়ায়েতে কেবল একটি হত্যার উল্লেখ রয়েছে যা এ কথার প্রমাণ যে, এটি কোন সাধারণ নির্দেশ ছিল না। এছাড়া সঠিক হাদী স থেকে যেহেতুএটি প্রমাণিত যে, দ্বিতীয় দিনই ইহুদিদের সাথে নতুন চুক্তি হয়ে গিয়েছিল, তাই এটি মোটেই মেনে নেওয়া যেতে পারে না যে, এরূপ চুক্তি থাকা সত্ত্বেও এরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আর যদি এরূপ কোন ঘটনা ঘটত তাহলে ইহুদিরা অবশ্যই এ সম্পর্কে হা-হুতাশ ও হট্টগোল করত। কিন্তু কোন ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত থেকে এটি জানা যায় না যে, ইহুদিদের পক্ষ থেকে কখনো এ ধরনের কোন অভিযোগ করা হয়েছে। অতএব রেওয়ায়েত ও দেরায়েত– উভয় দিক থেকে এই কাহিনী ভুল প্রমাণিত হয়। আর এতে কেবল এতটুকু বাস্তবতা আছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, কা'ব বিন আশরাফকে হত্যার পর মদিনায় যখন একটি হৈচৈ সৃষ্টি হয় আর ইহুদিরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে তখন মহানবী (সা.) ইহুদিদের পক্ষ থেকে বিপদ করে সাহাবীদের এ কথা বলে থাকবেন। এটিও নিছক একটি সম্ভাবনা মাত্র, এরও কোন অকাট্য প্রমাণ নেই। অর্থাৎ কোন ইহুদির পক্ষ থেকে হুমকি দেখলে আর তোমার ওপর যদি আক্রমণ করে আত্মরক্ষার্থে তাকে হত্যা করতে পার। কিন্তু মনে হয়, এরূপ অবস্থা কেবল কয়েক ঘন্টা বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ যদি এই সম্ভাবনাকেও গ্রহণ করা হয় তাহলে তা কেবল কয়েক ঘন্টা ছিল, কেননা এরপর তো চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গিয়েছিল। কেননা দ্বিতীয় দিনই ইহুদিদের সাথে নতুনভাবে চুক্তি সম্পাদিত হয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার বহাল হয়ে গিয়েছিল।

অতঃপর তিনি লিখেন যে, কা'ব বিন আশরাফ-এর হত্যার তারিখ সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। ইবনে সা'দ তৃতীয় হিজরী সনের রবিউল আওয়াল মাসে তা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইবনে হিশাম এটিকে যায়েদ বিন হারেসার অভিজানের পর রেখেছেন যা সর্বসম্মতভাবে জমাদিউল আখেরাতে সংঘটিত হয়েছে। তিনি লিখেন যে, আমি এখানে ইবনে হিশাম এর ধারাবাহিকতা দৃষ্টিপটে রেখেছি। যাহোক এই স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতায় আরো দু'একটি ঘটনা রয়েছে, সেগুলো ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে উপস্থাপিত হবে।

****

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ । (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam and family, Dhantala, Jalpaiguri District

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মানী সফর

৮ই জুলাই, ২০১৯
ল্যাটিভিয়ার অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাত

ফখরুদ্দীন নামে এক অতিথি বলেন:আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। যেরূপ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আমাদের অভ্যর্থনা জানানো হল তা অকল্পনীয় ছিল। আপনাদের আতিথেয়তার কোনও তুলনা হয় না। আপনাদের দৃঢ় ঈমান এবং আল্লাহ্‌র পথে নিঃস্বার্থ সেবাদান দেখে আমি ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছি। জলসার ব্যবস্থাপনা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। জামাতে আহমদীয়ার ইমামের ভাষণগুলি যুক্তিশীল এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ছিল। এছাড়াও ইউরোপের মুসলমানের পরস্পরের প্রতি এমন সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন দেখার অভিজ্ঞতাই ছিল আলাদা। আমার কল্পনাতেও ছিল না যে এমনটিও সম্ভব। এজন্য আমি জামাত আহমদীয়ার ইমামের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ। জার্মানীতে জামাত যে সমস্ত মসজিদ নির্মাণ করেছে সেগুলি অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। সবকটি মসজিদ দেখার সুযোগ যদিও হয় নি, তবে আমার বিশ্বাস সেগুলি এর মসজিদটির (সুবহান) থেকেও বেশি সুন্দর হবে। আমি আরও একবার ধন্যবাদ জানাতে চাই। আল্লাহ্‌ তা'লা আপনাদের সেই সকল খিদমতের মহান প্রতিদান দিন । আপনাদের ধর্মসেবা দেখে আমরাও আনন্দিত হই।

জাহাঙ্গীর নামে অতিথি বলেন: বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জনানো এবং সেখান থেকে মসজিদ 'সুবহান'-এ নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি খুব ভাল লেগেছে। মসজিদটি সদ্যনির্মিত আর বেশ সুন্দর। অতিথিদের অভ্যর্থনা এবং হোটেলে থাকার ব্যবস্থা-সব কিছুই উৎকৃষ্ট মানের ছিল। সত্যি কথা বলতে কি এদিক থেকে কোনও ত্রুটিই ছিল না। এটি কেবল প্রশংসা করার জন্য নয়, বরং বাস্তবে যা হয়েছে সেটাই আমি বর্ণনা করছি। বক্তৃতাগুলিও উচ্চপর্যায়ের ছিল। ইসলামকে সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। জলসার কর্মীদের আচার আচরণ খুব ভাল ছিল। তাদের হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, বোঝানোর ভঙ্গি মুগ্ধ করার মত ছিল। তারা অনেক সময় অতিথিদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে নিজেদের কাঙ্খিত স্থানে ছেড়ে দিয়ে আসত। ডিউটিরত প্রত্যেক কর্মী মানুষের সঙ্গে হাসিমুখে আলাপ করত। কর্মীদের সেবাদান নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। তাদের কাজে কোনও খুঁত চোখে পড়েনি। সব কথা তো আর বলা সম্ভব নয়, তবে জলসায় অনেক কল্যাণকার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। অনেক দেশ থেকে মানুষ এসেছিলেন, তাদের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় করার সুযোগ পাওয়া গেছে। অতিথিদের প্রত্যেকেই ইতিবাচক প্রভাব গ্রহণ করেছে। জলসায় এসে অনেক কিছু শিখলাম।

বোসনিয়ার প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাত

* একজন অতিথি বলেন: বোসনিয়া এবং কোসোভোর মানুষের উপর ভীষণ অত্যাচার হয়েছে। জাতি সংহার হয়েছে। এগারো জুলাই-এর দিনটি আমরা এই প্রেক্ষিতে স্মরণ করে থাকি, যেখানে মুসলমানেরা একত্রিত হই। হুযুর আনোয়ার বলেন: মুসলমানেরা একত্রিত হয়ে থাকুন। ভাংচুর এবং আক্রমণ করে কোন লাভ নেই। একজন দক্ষ নেতা হওয়া উচিত। যদি সে আপনাদের সকলকে একত্রিত করতে পারে তবে আপনারা সফল হবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ভবিষ্যতে কি কোন নেতা চোখে পড়ছে? দলের সদস্যরা উত্তর দিলেন, একজন মুফতি সাহেব আছেন। হুযুর বলেন, যেই হোক, আল্লাহ্‌ করুন সে যেন ভালভাবে কাজ করে। প্রজ্ঞাসহকারে কাজ করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইউরোপের দেশগুলিতে যারা শরণার্থী হতে চেয়ে এখানে আসছেন, এক সময় এরাই তাদেরকে শ্রমিক হিসেবে নিয়ে আসত। তাই যারা পরিশ্রমী তাদের এখানে ভবিষ্যত আছে। তারা নিজেদের ধর্ম ও ঐতিহ্য বজায় রেখে এখানে সমন্বিত হওয়ার চেষ্টা করুন।

বরিস লিভানচিক সাহেব একজন ক্যাথলিক খৃষ্টান, যিনি সপরিবারে জলসায় এসেছেন। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: আমি বিশ্ব জামাত আহমদীয়ার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি এবং আমার পরিবারকে এই মহান জলসায় আমন্ত্রিত করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই ধরণের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা। আমি এই জলসার বক্তব্যগুলি যথাসাধ্য মনোযোগ সহকারে শোনার চেষ্টা করেছি। বিশেষ করে খলীফাতুল মসীহ্‌র প্রাঞ্জল কথা, আকর্ষণীয় কণ্ঠস্বর আমাকে অভিভূত করেছে।

তিনি বলেন: জলসা সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, থাকা-খাওয়া, যাতায়াত ঈর্ষণীয় পর্যায়ের উন্নত ছিল। এখন আমি আন্তরিক প্রশান্তি, ভালবাসা ও এই আশা নিয়ে বোসনিয়া ফিরে যাচ্ছি যে ভবিষ্যতেও এই সুন্দর জলসায় অংশগ্রহণ করার তৌফিক লাভ করি।

এক ভদ্রলোক হুযুরকে প্রশ্ন করেন যে বালকান প্রদেশে মুসলমানদের ভবিষ্যত কি?

এর উত্তরে হুযুর বলেন: পরিশ্রম করুন এবং কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করার চেষ্টা করুন। কুরআন করীমের শিক্ষামালা অনুশীলন করুন। মুসলমান জাতি এটিকে ভুলে বসেছে। পরিশ্রমের সঙ্গে যদি সততাও থাকে তবে উন্নতির অপার সম্ভাবনা রয়েছে। রসূল করীম (সা.) যে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আগমণের সংবাদ দিয়েছিলেন, তাঁকে মান্য করুন। দেখবেন, আপনার উন্নতি হবে। আমরা তো বোঝাবার চেষ্টা করি, কিন্তু আমাদের কাছে তো প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই। কিন্তু অন্যান্য মুসলমানদের তুলনায় আমরা সংঘবদ্ধ এবং ক্রমাগত উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছি।

ফারুখ দরমেচ সাহেব বলেন: এটি আমার প্রথম জলসা ছিল। জলসার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা, অংশগ্রহণকারী এবং কর্মীদের নিষ্ঠা আমাকে প্রভাবিত করেছে। আমি আশ্চর্য হচ্ছিলাম দেখে যে সারা পৃথিবীতে এত সংখ্যক মানুষ এখানে একত্রিত হয়েছেন, কিন্তু কোথাও কোনও অপ্রিয় ঘটনা ঘটেনি। আপনাদের জামাত সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে বিশেষ করে সারা বিশ্বের মুসলমানদের ধর্মীয় তরবীয়তের বিষয়ে এবং শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিষয়াদিতে পথ দেখাচ্ছে। আমি আপনাদের জামাতকে এই অসাধারণ জলসার সফল আয়োজনের জন্য আন্তরিক সাধুবাদ জানাচ্ছি আর জামাতের আরও উন্নতির জন্য দোয়া করছি।

ইয়াসমিন স্পাহিচ একটি স্থানীয় এন.জি.ও-এর সদর ও প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বোসনিয়ায় জমাতের সঙ্গে যৌথভাবে জনসেবামূলক কাজ করেন। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: বিগত তিন বছর ধরে আমি জলসায় অংশগ্রহণের তৌফিক পচ্ছি। এটি আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল আমি খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত করার সুযোগ পাচ্ছি। খলীফাতুল মসীহ্‌কে দেখা, তাঁর নৈকট্য লাভ করা এক বিশেষ আধ্যাত্মিক অনুভুতি। এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কাটানো কয়েকটি মুহূর্ত আমার জীবনের বর্ণময় স্মৃতি হয়ে থাকবে। ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রতিফলিত হচ্ছিল তাঁর ভাষণগুলিতে। এছাড়াও হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র জীবনীর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি যে উপদেশ দিয়েছেন তা মন ছুঁয়ে গেছে। এই কাজটিই তো আঁ হযরত (সা.) করতেন। আমি খোদা তা'লার নিকট দোয়া করছি যে আগামী বছরের জলসা যেন এর থেকেও উন্নত হয় আর তা মুসলমান জাতির মধ্যে শক্তি ও একতা সৃষ্টির কারণ হয়।

বোসনিয়ার স্থানীয় মুয়াল্লিম হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নিকট তাঁর পিতা ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছে দিয়ে বলেন, আমি কিভাবে জামাতের সেবা আরও ভালভাবে করতে পারি? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আহমদীয়াতের বাণী প্রচার করুন। দোয়া এবং পরিশ্রম করুন। আপনি যা কিছু অর্জন করতে পারেন একমাত্র দোয়ার মাধ্যমেই করতে পারেন। পাঁচ ওয়াক্তের নামায ছাড়াও অতিরিক্ত এবং তাহাজ্জুদের নামাযও পড়ুন। জামাতের বই-পুস্তক অধ্যয়ন করুন এবং ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।

আরমিন মুযকিশ যিনি একজন পাবলিক রিলেশন অফিসার হিসেবে কাজ করেন, তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: জলসা এবং যাবতীয় ব্যবস্থাপনা নিজেই এক বিরাট অভিজ্ঞতা। জার্মান জামাতের আতিথেয়তা এবং ইসলামের সেবার জন্য তাদের ব্যকুলতা ও ত্যাগস্বীকারের স্পৃহা আমাকে প্রভাবিত করেছে। জলসার বক্তৃতাগুলি খুবই উচ্চমানের ছিল আর সেগুলিতে বর্ণিত বিষয়গুলি আমার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখে। অনুরূপভাবে অতিথিদের জন্য থাকার ব্যবস্থা, যাতায়াত ব্যবস্থাও বেশ উন্নত ও আরামদায়ক ছিল। এইকথাগুলি আমি আন্তরিকভাবে এবং দোয়া সহকারে লিখছি।

ইলমা কেরেমিশ নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: আতিথেয়তা এবং জলসার ব্যবস্থাপনা আমাকে আশ্চর্য করেছে। আমার ছুটির দিনগুলি এমন মানুষদের সঙ্গে কেটেছে যাদের মুখে সব সময় হাসি লেগে থাকত। আর এটি এমন একটি পরিবেশ ছিল যেখানে প্রত্যেকেই মনে করতে পারে যে সে যেন নিজের বাড়িতেই অবস্থান করছে।

একজন অতিথি মি. স্টিগ নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: এটি একটি

চমৎকার ভাষণ ছিল। আমি এর পূর্বে কখনো কাউকে ইসলাম সম্পর্কে এমন ভঙ্গিতে কথা বলতে দেখি নি। খলীফা বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যার উল্লেখ করেছেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করার উপদেশ দিয়েছেন। বর্তমানেও এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যও এই বার্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খলীফা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণভাবে শান্তির কথা বলছিলেন। আমি তাঁকে অনেক শ্রদ্ধা করি।

* মিসেস সিবিল্লা নামে একজন মহিলা নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: খলীফা যে বাণী দিয়েছেন এটিই হল সেই প্রকৃত বাণী যা প্রত্যেক ধর্ম নিজেদের সূচনাতে দিয়েছিল। এটিই প্রত্যেক ধর্মের মৌলিক শিক্ষা । খলীফা সকলকে একটি বিষয়ের দিকে আহ্বান করছেন। তাঁর কথা শুনে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, পৃথিবীর সমস্যাবলীর কারণ ধর্ম নয়। যদি মুসলমানদের সাথে আমাদের মতভেদ থাকে তবে তা ধর্মীয় না বরং সাংস্কৃতিক। খলীফা অত্যন্ত সরল ভাষায় বার্তা দিচ্ছেন যে, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও এবং পারস্পরিক ভেদাভেদ থেকে বিরত থাক। শান্তির জন্য খলীফার প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত সম্মানে দৃষ্টিতে দেখি।

আজকের পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানা ছিল আজকে আমি অনেক কিছু জানতে পারলাম। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কুরআন পড়ার চেষ্টা করব। ভবিষ্যতের বিষয়ে খলীফা আমার মধ্যে এক নতুন আশার সঞ্চার করেছেন।

* গোরাম নামে একজন অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: খলীফার ভাষণ চমৎকার ছিল। এত সংখ্যক পার্লামেন্টের সদস্য দেখে আমি বিস্মিত হই। এটি প্রমাণ করছে যে, পার্লামেন্টের এই সকল সদস্যগণ তাঁকে এবং তাঁর আন্দোলনকে সমর্থন করছে। খলীফাকে দেখা এবং শান্তির বাণী শোনা সুখকর অনুভুতি ছিল। খলীফার বাণী বর্তমান সময়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। খলীফাকে দেখে প্রতীত হয় যে, তিনি অত্যন্ত দয়ালু প্রকৃতির এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তি। খলীফা যা কিছু বলেছেন কুরানের আয়াতের আলোকে বলেছেন। যেটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি যা কিছু বলছেন তা ইসলামী শিক্ষার অনুরূপ। কুরআনের শব্দগুলি নিজের মধ্যে প্রবল আকর্ষণ রাখে।

আমি আশ্চর্যান্বিত ছিলাম যে, তিনি শরণার্থী সংকটের বিষয়ে এতকিছু বললেন। কেননা অধিকাংশ ধর্মীয় নেতাগণ এই প্রসঙ্গটি এড়িয়ে চলেন। আমি এই বিষয়ে অবহিত ছিলাম না যে, কোন মহিলাকে হাসপাতালে চিকিৎসা থেকে বাধা দেওয়া হয়েছে। এর থেকে তাঁর জ্ঞানের ব্যপকতা প্রমাণিত হয় এবং একথা প্রমাণ করে যে তিনি আমাদের প্রতি কতটা যত্নবান।

খলীফা বলেছেন যে, যদি শরণার্থীরা নিজেদের দায়িত্ব পালন না করে তবে এর মন্দ পরিণাম প্রকাশ পাবে। খলীফা বিশ্বকে সংঘর্ষ থেকে রক্ষা করতে চান। এটি একটি প্রশংসনীয় কাজ। তিনি আমাদেরকে সর্তক করেছেন যে, যদি উভয় পক্ষই শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিজেদের দায়িত্ব পালন না করে তবে ধারাবাহিক বিপর্যয় আরম্ভ হতে পারে।

আমি একথাও বলতে চাই যে, আপনাদের নেতা একজন সুবক্তা। তার বাচনভঙ্গি আমাকে উদ্বেলিত করেছে। আপনারা তাকে হুযুর বলেন, আমি কিন্তু তাঁকে বাদশাহ বলে সম্বোধন করতে চাইব।

* গুন্নার হেড্রিকসন নামে একজন অতিথি নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বলেন: খুব সুন্দর অনুষ্ঠান ছিল। খলীফা শরণার্থী সংকট সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন তা চমৎকার ছিল। খলীফা অত্যন্ত প্রজ্ঞপূর্ণ কথা বলেন। তিনি সত্য কথা বর্ণনা করেন। আমার ইচ্ছা, সমস্ত মুসলমানদের খলীফার মত একজন নেতা থাকত যিনি তাদেরকে শান্তি ও সত্যের দিকে আহ্বান করতেন। কেবল একটি প্রশ্ন করতে চাই যে, আপনাদের মহিলারা কোথায়?

* একজন পুলিশ অফিসার যার নাম হল অ্যারোন, তিনিও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলেন: খলীফার ভাষণ প্রভাব ফেলেছে। খলীফা সঠিক কথা বলেছেন যে, আমরা সুইডেনেও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি এবং নিরাপদ নই। আমি আজ পর্যন্ত যতগুলি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি সেগুলির মধ্যে এই অনুষ্ঠানটি সবথেকে বেশি শান্তিপূর্ণ ছিল। ইসলামী নেতার শান্তির বাণী শোনার জন্য বিভিন্ন পেশার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত মানুষ এখানে একত্রিত হয়েছিল। এখানে আসা সম্মানের বিষয় কেননা, তিনি অবশ্যই একজন মহান নেতা।

খলীফা বলেছিলেন যে, আমাদেরকে পারস্পরিক ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যমত গড়ে তুলে সমস্যার সমাধান করতে হবে। শরণার্থী সংকট একটি অনেক তীব্র সংকট। খলীফা আমাদেরকে এই সম্পর্কে বলেছেন যে, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। নিশ্চিতরূপে আজ আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখলাম।

পার্লামেন্টের সদস্য মি. ওয়াল্টার নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলেন: শরণার্থী সংকট প্রসঙ্গে খলীফার বিশ্লেষণ আমার খুব ভাল লেগেছে। এটি বর্তমান সময়ের বিষয়। খলীফার চিন্তাধারা সম্পর্কেও আমরা অবগত হলাম, এটি আমাদের জন্য মঙ্গলজনক। খলীফা বলেছেন উভয় পক্ষেরই দায়িত্ব হল নিজেদের আসল প্রতিশ্রুতি ও আবশ্যিক করণীয়গুলিকে পুরণ করা। খলীফা যেখানেই যান শান্তির প্রসার করেন।

পার্লামেন্টের সদস্য মি. বেং নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: এটি আমাদের জন্য অনেক গর্বের বিষয় যে, পৃথিবীর একজন মহান নেতা সুইডেনে পদার্পণ করেছেন।

তিনি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণের উল্লেখ করে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: এটি ছিল এক মহান ব্যক্তির মহান ভাষণ। বিশ্ব-নেতাদের উচিত শান্তির জন্য চেষ্টা করা এবং নিজেদের জাতিকে ভালবাসার তির দ্বারা বিদ্ধ করা। খলীফার এই বাণী কেবল সুইডেনের জন্যই নয়, বরং পুরো ইউরোপ ও বিশ্বের জন্য। খলীফা শরণার্থীদেরকেও স্মরণ করিয়েছেন যে, তারা যেন স্থানীয় সমাজের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। হুযুর নিশ্চিতভাবে আমাকে এবং আমার পার্লামেন্টের সঙ্গীদের অনেক কিছু ভাবতে বাধ্য করেছেন।

* জর্গান কার্লসন নামে একজন পুলিশ অফিসার নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলেন: অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে আমি নিরাপত্তার বিষয়ে চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। কিন্তু এখানে এসে আমি দেখলাম খুব ভাল ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তিনি বলেন: খলীফার এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা আমার জন্য বিরাট সম্মানের বিষয়। এই সংকটময় যুগের প্রেক্ষিতে খলীফার বাণী অনেক গুরুত্ববহ। যুগ খলীফার মত একজন ব্যক্তিত্ব আমাদের মাঝে বিরাজ করবেন যিনি মানবীয় সহানুভুতির গুরুত্ব উপলব্ধি করাবেন, এই বিষয়টির খুবই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

* একজন অতিথি নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: খলীফার ভাষণ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল। মন চাইছিল যে, এই ভাষণ যেন শেষই না হয়।

* অনুরূপভাবে একজন সুইডিশ মহিলা মিস আন্না সাহেবা তাঁর অভিমত প্রকাশ করে বলেন: অনেকেই সত্যবাদী হওয়ার দাবী করে, কিন্তু আপনার কাছে তখনই সত্য উদ্ঘাটিত হয় যখন আপনি তার কথা শুনেন। আজ সন্ধ্যায় আমি কেবল সত্য কথাই শুনেছি।

* একজন অতিথি নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলেন: শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে কথা শুনে খুব ভাল লাগল। বিশেষ করে একজন মুসলমান নেতার পক্ষ থেকে শান্তির বার্তা শুনে খুব ভাল লাগল। আমার ইচ্ছা, সমস্ত মুসলমানদের চিন্তাধারা আহমদী মুসলামানদের ন্যায় হয়ে যাক। আমি আশা করি এইভাবে মধ্য-পূর্বে এবং অবশিষ্ট বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী একজন সুইডিশ অতিতি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমার মতে খলীফা তাঁর বক্তব্য অনেক চিন্তা-ভাবনা করে এবং পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে লিখেছিলেন। কেননা, তিনি সুইডেনের অভ্যন্তরিন পরিস্থিতি সম্পর্কেও ভালভাবে অবগত ছিলেন। এখানে সুইডেনে বিদ্যমান শরণার্থী সংকট সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। খলীফা বলেছেন যে, শরণার্থীদের উপরও কিছু দায়িত্ব বর্তায়। এটি এমন একটি বিষয় যা সুইডিশ রাজনিতিকরা কখনো উচ্চারণ করেন না।

*একজন অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: খলীফার বক্তৃতা উৎকৃষ্ট পর্যায়ের ছিল, কেননা এই বক্তৃতায় সুইডেনের পরিস্থিতির উপরও গভীর দৃষ্টি ছিল বলে প্রতীত হয়। বিশেষ করে অভিবাসীদের বিষয়টি আকর্ষণের কারণ ছিল। সুইডেনে অভিবাসীদের প্রবেশ প্রসঙ্গে খলীফার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি হল অভিবাসীদেরকে এখানকার সমাজের প্রতি দায়িত্ব

যুগ ইমামের বাণী

"যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুগুলিকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ প্রিয়ভাজন হওয়ার সম্মান লাভ হতে পারে না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৪))

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: **Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)**

পালন করা উচিত এবং সুইডিশ নাগরিকদেরকেও উপেক্ষা করা উচিত নয়। এই কথাটি খুবই উত্তম ছিল। সুইডেনে কোন রাজনিতিক এমন কথা বলে না।

* একজন নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: এটি আমার জন্য একটি খুবই ভাল অনুষ্ঠান ছিল। ইসলাম এবং আপনাদের ধর্ম সম্পর্কে আমি একটি নতুন রূপরেখা লক্ষ্য করলাম। যদি বেশি পরিমাণ মানুষ আপনার কথা শোনে তবে পৃথিবী উন্নত জায়গা হতে পারে।

* একজন অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আজ আমি অনেক কিছু শিখতে পেলাম। এটি অনেক কার্যকরী ভাষণ ছিল বরং এর থেকেও বেশি। এর থেকে আশার আলো সঞ্চারিত হয়। এখানে খলীফার আগমণে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। খলীফার বাণী আমাদের মনে চেতনা জাগিয়েছে যে, আমরা যেন কোন বিবাদ দেখার পর নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যাওয়ার আশায় চোখ বন্ধ করে না থাকি। এটি একটি সদর্থক বার্তা ছিল। আমি এর জন্য কৃতজ্ঞ।

* একজন অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: এটি একটি দারুন অভিজ্ঞতা ছিল। আমি মালমো মসজিদে আসার জন্য আমন্ত্রিত হয় খুবই আনন্দিত হই। কিন্তু এখানে অংশ গ্রহণ করে আমার খুশির অন্ত নেই। আমি বেশ প্রভাবিত হয়েছি। আমি খলীফার বার্তা শুনেছি। আমি এর মধ্যে প্রজ্ঞা, ভালবাসা ও শান্তির বাণী পেয়েছি। এটি কেবলই ভালবাসার বাণী। খলীফা ভাষণ দিতে থেকেছেন আর আমি প্রভাবিত হতে থেকেছি।।

* একজন অতিথি বলেন: সকলকে একস্থানে সমবেত করার বাসনা খুবই ভাল। কেননা কেননা বর্তমান পৃথিবীতে এমন সব শক্তি কাজ করছে যা মানুষকে মানুষ থেকে দূরে করে দিতে চায়। সকলকে একত্রিত করার প্রচেষ্টায় আপনারা সার্বিকভাবে সফল হয়েছেন। কেননা আমরা পরস্পর মিলিত হলে আমাদের সামনে সত্য প্রকাশিত হয় এবং আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটে। আমরা হিংসা-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়ার উৎসাহ পাই। ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায়। অনেকেই আহমদীয়া জামাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত নয়। আমরা মিলিত হওয়ার ফলে পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়ে। এইভাবে শান্তি ও সৌহার্দ্যর বাণীর প্রসার করতে পারি।

*একজন অতিথি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি আনন্দিত যে আপনারা আমাকে এখানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। খলীফার কথা আমার খুব ভাল লেগেছে। আপনি যে বিষয়ের উপর কথা বলেছেন তাতে আমি আনন্দিত। মুহাজির বা অভিবাসীদের দায়িত্বাবলী, সমাজের প্রতি তাদের কর্তব্য এবং সুইডিশ জাতির এই সকল মুহাজিরদের প্রতি কেন যত্ন হওয়া উচিত, এসব সম্পর্কে এখানকার অধিকাংশ ধর্মীয় নেতাগণ আলোচনা করে না। এটি বস্তুনিষ্ঠ ভাষণ ছিল। তাঁর ভাষণে এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব ছিল যে, মুহাজিররা যেন সমাজের অংশ রূপে মিলিত হয়ে যায় এবং এর পাশাপাশি সুইডিশ সমাজ ও রাজনিতিকদের উদ্দেশ্যেও এই বার্তা ছিল যে, সমাজকে কিভাবে উন্নততর করা যায়।

* একজন অতিথি প্রতিক্রিয়া জানান: এটি অত্যন্ত আনন্দদায়ক বিষয় যে, একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তির ভাষণ আমাদের কেবল পছন্দই হচ্ছিল তা নয় বরং ভাষণের প্রভাব হৃদয়কে স্পর্শ করছিল। এটি আমাকে অনেক শক্তি জুগিয়েছে আর পৃথিবীতে ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এমন সব সমস্ত পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করার জন্য আমার মধ্যে একটি নতুন উদ্যমের সঞ্চার করেছে । আমরা সেই সকল সমস্যার সমাধান সূত্র বের করতে পারি। ইউরোপের প্রতিবেশী দেশগুলিতে যুদ্ধ-পরিস্থিতির কারণে মুহাজিরদের সমস্যা দেখা দিয়েছে। যদি আমরা সকলে " ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারোর তরে"-র বাণীর প্রতি কর্ণপাত করি এবং এর উপর অনুশীলন করি তবে এই সমস্যাটিরও সমাধান হতে পারে।

একজন অতিথি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আনন্দিত। আমার মতে খলীফার বার্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বার্তা শান্তি, ভালবাসা, শান্তি ও সৌহার্দ্যের বাণী। প্রত্যেকের এই বাণীর উপর অনুশীলন করা উচিত। আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছি। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমি এক নতুন উদ্যম পেয়েছি।

একজন অতিথি বলেন: যখন আপনি জামাতে আহমদীয়ার উদ্দেশ্য এবং এর পৃষ্ঠভুমির দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং পৃথিবী জুড়ে খলীফা ও আহমদীদের সেবার দিকে নজর দেন তখন আপনি কেবল ইসলামের গুণাবলী বুঝতে পারবেন।

একজন অতিথি বলেন: পরমত সহিষ্ণুতা এবং অপরকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানের মাধ্যমেই যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এই বিষয়ে খলীফার বার্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষ করে শরণার্থী সমস্যা প্রসঙ্গে এ কথাটি খুবই ভাল লেগেছে যে, ঐ সকল শরণার্থীদেরও দায়িত্ব হল স্বাধীনতার প্রতি সম্মান জানানো এবং সমাজের কল্যাণকর অংশে পরিণত হওয়া। খলীফা স্থানীয় মানুষদের মধ্যে উপলব্ধি তৈরী করেছেন যে তারা যেন শরণার্থীদের সংকটের সময় তাদের সহায়তা করে এবং তাদের কাছ থেকে বেশি চাহিদা না করে। খলীফা হলেন শান্তির প্রতীক। আমি তাঁর কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি।

* ইরাক থেকে আগত একজন খ্রীষ্টান শরণার্থী সালাম সাহেবও এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এসেছিলেন। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: খলীফার কথা খুব ভাল ছিল। তিনি কেবল শান্তি ও পারস্পরিক ঐক্যের বিষয়ে কথা বলেছেন। আমি ইরাকে কখনো এমন কথা শুনিনি। সেখানে মানুষ ইসলামের সেই চিত্র উপস্থাপন করে না যা আপনাদের খলীফা এখানে উপস্থাপন করছেন। যদি ইরাক খলীফার কথা শুনত তবে আমাদেরকে আজ দেশ ত্যাগ করে এখানে আসতে হত না আর এখানে সুইডিশদের সামনে ভিখারী হয়ে থাকতে হত না। এখানকার সুইডিশরা মনে করে যে, আমি কোন অধিকার আদায় করতে এসেছি। এই অনুভুতি খুবই পীড়াদায়ক। পৃথিবীতে বিরজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে খলীফা সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেন। আপনাদের জামাতা সমস্ত মুসলিম দল অপেক্ষা শ্রেয়।

* একজন অতিথি জন উইন ফল্ট নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: খলীফার ভাষণ সর্বোৎকৃষ্ট ছিল। এর কারণ হল, খলীফার কথা গুলি হৃদয় থেকে উদ্ভুত এবং তা হৃদয়ে প্রভাব ফেলে। রাজনিতিকরা মানুষকে খুশি করার জন্য কথা বলে। কিন্তু খলীফা প্রকাশ্যে এবং সাহসিকতার সঙ্গে কথা বলেন। খলীফা কিছু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ প্রদান করেছেন। আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সুযোগ পেয়েছি। আমি এবিষয়ে একমত যে, মুহাজিরদেরকে নতুন দেশে এসে এই দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। আর প্রশাসন তাদের কাছে কি প্রত্যাশা রাখে সে সম্পর্কেও প্রশানের উচিত শরণার্থীদেরকে সচেতন করা। খলীফা বলেন উভয় পক্ষ থেকে সদর্থক আচরণের উপরই শান্তি নির্ভর করছে। মুহাজিরদেরকে আমাদেরও উচিত স্বাগত জানানো। রাজনৈতক বিষয়ে আমার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে এই কারণে শরণার্থী সমস্যার উপর অসংখ্য প্রবন্ধ পড়েছি। কিন্তু আমি খলীফার মত কার্যকরী বিশ্লেষন কখনো পড়িনি। অনেক মানুষের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে।

* একজন অতিথি যার নাম ইভা লফজ্রেম, তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: ১৯৭০ সাল থেকে আমি আহমদীদেরকে চিনি ও জানি। পশ্চিম আফ্রিকায় থাকাকালীন আমি কিছু আহমদীদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলাম। আমি আপনাদের খলীফার প্রতি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। তিনি সুইডেন সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন। তিনি এমন অনেক কিছু বলেছেন যা সম্পর্কে আমি মোটেও জানতাম না। খলীফা রাজনৈতিক বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখলেন এবং সমস্যার সমাধান বলে দিলেন। আমি তাঁর কথার উপর শতভাগ একমত। খলীফা ইসলামের প্রকৃত চিত্র উপস্থাপন করেছেন। শরণার্থী সমস্য প্রসঙ্গে তিনি গভীর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখেন। তার এই কথা পুরোপুরি ঠিক যে, উভয় পক্ষকে একে অপরের প্রতি সম্মান জানানো উচিত। আমি বৈচিত্রতার বিষয়ে বক্তব্য রেখে থাকি এবং অনেক মানুষের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, আমি মনে করি যে, আপনাদের খলীফা মুসলমানদের জন্য একজন আদর্শ। খলীফা তাঁর সমস্ত বক্তব্য কুরআনের উদ্ধৃতির সহকারে উপস্থাপন করছিলেন। এই বিষয়টি বেশ চমৎকার ছিল। খলীফা জাতিসংঘের

যুগ খলীফার বাণী

"আপনাদের যাবতীয় চিন্তা জাগতিকতাকে ঘিরে যেন না হয়, বরং ধর্মের ক্ষেত্রে উন্নতিই যেন প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়। এর ফলে জাগতিকতা ও ধর্ম, উভয় দিকই লাভ হবে।"

(স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসায় হুযুর আনোয়ার-এর বিশেষ বার্তা, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: **Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)**

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। (সুনান আবু দাউদ)**

দোয়াপ্রার্থী: **Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur (Murshidabad)**

আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে উল্লেখ করেন। আমার অনেক নিকট বন্ধু ইসলাম সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত রয়েছে। এখন আমি এখান থেকে গিয়ে তাদের সম্মুখে ইসলামের স্বরূপ উপস্থাপন করব এবং বলব যে ইসলাম সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাকে এই ভাষণের ইউটিউব লিঙ্ক পাঠিয়ে দিন, আমি আমার সমস্ত বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দিব।

২৮ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৯

কৃতী ছাত্রদের মাঝে সনদ ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর বলেন: বর্তমান যুগে আল্লাহ তা'লা মানুষকে যে সমস্ত আধুনিক আবিষ্কারের তৌফিক দিয়েছেন, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল টিভি আবিষ্কার । যার বড় বড় পর্দায় প্রয়োজনে মহিলাদের দিকেও পুরুষদের দিক থেকে বিভিন্ন বক্তৃতা ও অনুষ্ঠানের চিত্র-ধ্বনি পৌঁছে যায়। আবার যখন পুরুষদের দিকে যুগ খলীফার ভাষণ হয়, তখন মহিলাদের মধ্যে টিভির পর্দার মাধ্যমে তা দেখা ও শোনা যায়। আর এটি মহিলাদের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু জলসার আয়োজকরা যুগ খলীফার ভাষণ মহিলাদের দিকেও রাখেন, কেননা মহিলাদের পক্ষ থেকে দাবি থাকে যুগ খলীফা যেন তাদের সামনে সরাসরি ভাষণ দেন। লাজনাদের এই দাবি পূর্ণ করার জন্য আমি সাধারণত ছোট জামাতের জলসাগুলিতেও লাজনাদের সামনে সরাসরি ভাষণ দিয়ে থাকি। আর আজ এই মুহূর্তে আমি এখানে আপনাদের সামনে সরাসরি ভাষণ দেওয়ার জন্যই এসেছি। আমরা কুরআন করীমে দেখতে পাই যে সাধারণত পুরুষদেরকে যে যে বিষয়ের নির্দেশ বা উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে মহিলারাও সামিল আছে। অতএব প্রাথমিক বিষয়গুলি সম্পর্কে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যও পুরুষদের ভাষণটিই যথেষ্ট হওয়া উচিত, যদি সত্যিকার অর্থে সেই সব উপদেশাবলী মেনে চলার প্রতি মনোযোগ থাকে। আবার এখানে কিছু বিষয় এমনও রয়েছে যেগুলি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা মোমেন পুরুষ ও মোমেন মহিলাকে পৃথক পৃথকভাবেও সম্বোধন করেছেন। কিন্তু মোদ্দা কথা একটিই- কুরআন করীমে কিছু নির্দেশ এমন রয়েছে যেগুলি কেবল মহিলাদের উদ্দেশ্যে। যাই হোক যদি মৌলিক বিষয়গুলির উপর মনোযোগ সৃষ্টি হয় এবং সেগুলির উপর আমল করা হয়, তবে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য যে কয়েকটি নির্দেশ রয়েছে সেগুলির আনুষঙ্গিক ব্যাখ্যা রয়েছে। কিম্বা কিছু নির্দেশ মহিলা ও পুরুষদের উদ্দেশ্যে পৃথক পৃথকভাবে দেওয়া হয়েছে। যদি আমল করার সদিচ্ছা থাকে, তবে সেগুলি ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় আর ভিত্তির কারণে পুরুষদের উদ্দেশ্যে যে নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে, মহিলারাও সেই নির্দেশ পালন করতে আরম্ভ করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি মৌলিক বিষয়ের উপর আমল না করা হয় যেগুলি খুতবাতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে, পুরুষদের বক্তব্যে বলা হয়ে থাকে, বা সচরাচর বিভিন্ন ভাষণে বর্ণনা করা হয়, তবে লাজনাদের উদ্দেশ্যে এই যে পৃথক বক্তব্য করা হচ্ছে, এটিও কোনও উপকারে আসবে না। যাইহোক এটাও ঠিক যে কাউকে সরাসরি সম্বোধন করে কথা বললে তার প্রভাব বেশি হয়। আর এই কারণেই যুগ খলীফারা এই পন্থা অবলম্বন করে এসেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অনেক সময় বা বলা যায় অধিকাংশ সময় এমন হয় যে মহিলাদের ভাষণেও এমন কিছু বিষয় বর্ণনা করা হয় যা পুরুষদের জন্যও সমানভাবে জরুরী। কিন্তু যেমনটি আমি বললাম, মহিলাদের উদ্দেশ্যে সরাসরি ভাষণ দেওয়ার উপযোগীতাও আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর লাভটি হল, যদি পুরুষদের উপর সেই সব কথার কোনও প্রভাব না পড়ে, তবে অন্ততঃপক্ষে মহিলাদের উপর যেন তার প্রভাব পড়ে। পরিবারের কোনও একজন ব্যক্তি সেই কথাগুলি শুনে আমল করার চেষ্টা তো করছে। আর এটাই দেখা যায় যে, মহিলাদের উপর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ে। এই কারণে আমি কখনও একথা বলতে পারি না যে মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়া সময় অপচয় করা বা অনর্থক। যেমনটি আমি বলেছি, প্রায় দেখা যায় যে, মহিলাদের উদ্দেশ্যে সরাসরি ভাষণ দিলে তাদের উপর কেবল প্রভাবই পড়ে না, বরং তাদের মধ্যে অসাধারণ ইতিবাচক পরিবর্তনও দেখা যায়। এছাড়াও সরাসরি ভাষণ দেওয়ার আরও একটি উপকার এবং আর তা এজন্যও আবশ্যক যে, মহিলাদের কক্ষে নবপ্রজন্ম বেড়ে ওঠে। তাদের উন্নত তরবীয়তের ক্ষেত্রে মায়েদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। আর যখন মহিলাদের উদ্দেশ্যে সরাসরি ভাষণ দেওয়া হয়, তখন তারা নিজেদের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে অধিক সচেতন হয়। তবে কিছু একগুঁয়ে মহিলাও রয়েছে যাদের উপর এসবের কোনও প্রভাবই পড়ে না, তারা একথাই বলে যে, সেই পুরোনো কথারই পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে। এই ভূমিকার অবতারণা এজন্য করতে হল যে আপনারা যেন সেই কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং সেগুলির উপর আমল করার চেষ্টা করেন যা আমি এখন আপনাদের সামনে সংক্ষেপে বলতে যাচ্ছি। এজন্য নয় যে আমি এখানে এসে ভাষণ দিলাম আর আপনারা তা শুনে বাড়ি চলে গেলেন- আবার সেই সন্ধ্যা হল, সকাল হল, না ধর্ম থাকল না তার প্রতি কোনও ভ্রুক্ষেপ। যাইহোক, যারা একথা বলে যে সেই সব পুরোনো কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়, তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে কুরআন করীম , হাদীস , রসূল করীম (সা.)-এর সুন্নত ও আদর্শ এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর নির্দেশাবলী কখনও পুরোনো হয় না। সব সময় এগুলি নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের ব্যুৎপত্তি সৃষ্টি করার কারণ হয় আর আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য প্রদানকারী হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখানে আমি একথাও স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, এই দুর্বলতাগুলি কেবল মহিলাদের মাঝেই রয়েছে যে কারণে আমি তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছি-এমনটি ধারণা করার কোনও কারণ নেই। এমন দুর্বলতা পুরুষদের মাঝে হয়তো মহিলাদের থেকেও বেশি আছে। আর প্রায় স্থানে এই দুর্বলতা প্রকাশ্যে এসে যায়। অতএব পুরুষদেরও উচিত এইকথাগুলি শোনার পর আত্মপর্যালোচনা করা, যাতে তারা বাড়ি গিয়ে মহিলাদেরকে একথা না বলে যে, দেখ, তোমাদের মধ্যে এই এই দোষ-ত্রুটি ছিল, তাই তোমাদের উদ্দেশ্যে এই ভাষণ দেওয়া হয়েছে। বরং এখান থেকে আমি উভয়কে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি। এই কারণেই আমি এসব কথাগুলি বর্ণনা করছি। অতএব পুরুষদের আত্মপর্যালোচনা করতে থাকা উচিত। আমি সচরাচর যতটা পুরুষদের উদ্দেশ্যে কথা বলি, যদি পুরুষেরদের অধিকাংশ সেগুলি শুনে আমল করতে শুরু করে, তবে মহিলারা তাদের দৃষ্টান্ত দেখেই নিজেদের সংশোধন করতে পারবে, তাদের মধ্যে পরিবর্তন আসবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই মুহূর্তে এখানে বসবাসকারী আহমদীদের অধিকাংশই এমন যারা পরিস্থিতির কারণে, বিশেষ করে ধর্মীয় কারণে পাকিস্তান থেকে হিজরত করে এসেছে। আর্থিক কারণেও হিজরত করে থাকলে তাদের সংখ্যা নগণ্য। কিছু শিক্ষিত মানুষ ছাড়া অধিকাংশই এখানকার প্রশাসনের কাছে পাকিস্তানে আহমদীদের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতার অভাবকেই এদেশে হিজরত করে আসার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। আর এখানকার প্রশাসন মুষ্টিমেয় ইসলাম বিরোধীদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে আপনাদেরকে এখানে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় দিয়ে স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম অনুশীলন করার সুযোগ দিয়েছে। তাই এ প্রসঙ্গে আমাদেরকে দুটি কথা সব সময় মনে রাখা উচিত। প্রথমত, এই দেশগুলির সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ হোন যারা আপনাদের ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছে। যেখানে আমরা স্বাধীনভাবে নামায পড়তে পারি এবং তবলীগও করতে পারি। অতএব এদেশের উন্নতির জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমাদেরকে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত যে কিভাবে আমরা এই দেশগুলির উপকারে আসতে পারি। আর সব থেকে বড় যে উপকারে আমরা আসতে পারি তা হল এদেরকে ইসলামের সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করা এবং তবলীগ করা। এমন ধ্যান-ধারণা সঠিক নয় যে মহিলারা তবলীগের সুযোগ পায় না। তারা অবশ্যই সুযোগ পায় আর অনেক বেশি পরিমাণে পায়। এর জন্য কর্মসূচি তৈরী করা উচিত। অতএব ইসলামের সঠিক বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের একটি পন্থা, যার ফলে মুসলমানদের ভ্রান্ত আচরণের কারণে যে অকারণ বিরোধীতা করা হয় এবং আঁ হযরত (সা.)-এর নামকেও হাসি-বিদ্রুপের লক্ষ্য বানানো হয়, সেই ধারা ব্যহত করা।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল যেহেতু ধর্মীয় কারণে আমরা এখানে থাকার অনুমতি পেয়েছি, কাজেই নিজেদের ধর্মীয়, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থাকে ইসলামের শিক্ষাসম্মত করে তোলার চেষ্টা করা উচিত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে যে প্রত্যাশা করেছেন, তা পুরণের চেষ্টা করুন। তিনি (আ.) আমাদের নিকট কি চান তা প্রত্যেক নারী ও পুরুষকে দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।

সব সময় স্মরণ রাখবেন, আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে মান্য করেছি, কারণ আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন আর আঁ হযরত (সা.) এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে শেষ যুগে মসীহ মওউদ যখন দাবি করবেন, তখন তাকে মান্য করো এবং তাঁর জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ো। এমনকি তিনি এও বলেছেন যে তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে দিও। কেননা আগমণকারী মসীহ ও মাহদী ইসলামের শিক্ষা এবং আঁ

হযরত (সা.)-এর আনীত ধর্মের সংস্কারের উদ্দেশ্যে আসবেন। ইসলামের যে সৌন্দর্যকে মুষ্টিমেয় স্বার্থলোভী উলেমা কালিমালিপ্ত করেছে, সেই সৌন্দর্যকে সমুজ্জ্বল করে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে তিনি আসবেন। তাঁকে মান্য করো যাতে তোমরা ইসলামের সঠিক শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হও। মসীহ মওউদ-এর আগমণে ইসলামের পুনরুত্থান হবে, এক নতুন যুগের সূচনা হবে। ইসলামের যে অপরূপ সুন্দর শিক্ষাকে পীর, ফকির ও তথা-কথিত আলেমরা বিকৃত করে যথেচ্ছভাবে নিজেদের মত করে ব্যবহার করেছে, আল্লাহ্‌র বিশেষ পথ-প্রদর্শনে তার স্বরূপ মসীহ মওউদ পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করবেন। অতএব, মসীহ মওউদ কে গ্রহণ করা এবং তাঁর উপদেশ ও নির্দেশাবলী মেনে চলা কোন সাধারণ বিষয় নয়। বরং এটিই প্রকৃত ইসলাম। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের প্রত্যেককে তাঁর কথাগুলি মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত এবং মেনে চলা উচিত। অন্যথায় তাঁর বয়আত গ্রহণের দাবি অসার প্রমাণিত হবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'আমি ন্যায় বিচারক ও মীমাংসাকারী। তোমরা যদি আমার হাতে বয়আত করে এবং আমাকে খোদার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট মনে করে আমার নির্দেশাবলী মেনে না চল, আমার সিদ্ধান্ত ও উপদেশাবলীর মেনে না চল তবে নিজেদের ঈমানের বিষয়ে চিন্তিত হও।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব আমাদের অনেক চিন্তা করা উচিত। একদিকে আমরা নিজেদের দেশ ছেড়ে এদেশে এজন্য এসেছি যে আমাদেরকে নিজেদের ঈমান অনুযায়ী আমল করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে, অপরদিকে আমরা এখানে এসে ভুলে যাই যে, যে ঈমানের কারণে এখানে হিজরত করে এসেছি সে বিষয়েই অমনোযোগী হয়ে পড়ি, জগতের আড়ম্বর দেখে ভুলে যাই যে আমাদের ঈমান আমাদের কাছে কি দাবি করছে? আমরা আঁ হযরত (সা.)-এর যে নিষ্ঠাবান প্রেমিককে মান্য করেছি এবং যাঁর হাতে বয়আত করে এই অঙ্গীকার করেছি যে আগমণকারী মসীহ ও মাহদীর হাতে বয়আত করে ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করব, এরজন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব, নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনব, খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করব; কিন্তু এখানে এসে জগতের মোহে কেবল এদিকেই মনোযোগী হয়ে পড়ি যে কিভাবে বেশি পরিমাণ অর্থ উপার্জন করা যায়, সম্পদ অর্জন করা যায়!

হুযুর আনোয়ার বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বার বার আমাদের যে বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন সেটি হল আমরা তাঁর বয়আত করার পর আল্লাহ্‌ প্রতি যেন মনোযোগী হই। কেবল লোকদেখানো মনোযোগ নয়, বরং সত্যিকার অর্থে মনোযোগ থাকা উচিত। কালকের খুতবায় আমি একথার উল্লেখ করেছিলাম যে কিভাবে মনোযোগ দিতে হবে এবং কিভাবে আল্লাহ্‌ তা'লার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন হবে। নিজেদের নামাযগুলি যত্নসহকারে পড়ুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এ বিষয়ের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, যত্নসহকারে নামায পড়, ইসতেগফারের প্রতি মনোযোগী হও। ইসতেগফার করলে মানুষ অনেক ধরণের অনুচিত কামনা-বাসনা থেকে রক্ষা পায়। ইসতেগফারের দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, ইসতেগফার করতে থাক এবং মৃত্যুকে স্মরণ রেখো। সব সময় আল্লাহ্‌ তা'লার কাছে ক্ষমা চাও এবং জেনে রেখো যে মৃত্যু অনিবার্য, একদিন তা অবশ্যই আসবে। মানুষ যখন মৃত্যুকে স্মরণ রাখে, তখন খোদার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়। এই চেতনাবোধ গড়ে ওঠে যে এই কয়েক দিনের পৃথিবী আমার জীবনের উদ্দেশ্য নয়। বরং মৃত্যুর পরের জীবনই হল প্রকৃত জীবন। যখন এই বাস্তবতা সম্পর্কে মানুষ অবগত হবে, এই চেতনা সৃষ্টি হবে, তখন জাগতিক বিষয়াদি অর্জনের জন্য আমাদের নিরন্তর চেষ্টা আর থাকবে না। অমুকের গয়না খুব সুন্দর, আমাকেও সেরকম বানাতে হবে। অমুকের বাড়ি অনেক বড়, আমাদেরকেও বানাতে হবে আর এর জন্য স্বামীকেও সব সময় চাপ দেওয়া হয় বা স্বামীও সেই মোহের পেছনে ছোটে। কিম্বা মহিলাদের মধ্যে বিশেষ ফ্যাশনের চল আছে, যার কারণে তারা মনে করে অমুক মেয়ে চমৎকার ফ্যাশনের কাপড় পরেছে, আমাকেও তেমনটি পরতে হবে- এসব বিষয়ের প্রতি আর মনোযোগ থাকবে না। এখানে হাতে অর্থ আসার পর পাকিস্তানের ডিজাইনার্স পরিধান তৈরী করার শখ তৈরী হয়। অথচ সেই একই পরিধান সস্তাতেও পাওয়া যায়। সামর্থ্য থাক বা না থাক, সেই কাপড় নেওয়ার উপরই জোর দেওয়া হয়। অবশ্যই পরিধান করুন, কিন্তু নিজের সামর্থের মধ্যে থেকে। জাগতিক বিষয়াদির উপর লোভাতুর দৃষ্টি দেওয়া মোমেনের কাজ নয়। এগুলি আল্লাহ্‌ তা'লার নিয়ামত, অবশ্যই উপকৃত হওয়া উচিত, কিন্তু এগুলি পেতে গিয়ে পরিবারে যেন অশান্তি সৃষ্টি না হয়। প্রতিযোগিতা করা ভাল, কিন্তু যদি একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়, তবে আল্লাহ্‌ তা'লার কাছে দোয়া করুন যে অমুক ব্যক্তি ধর্মের জন্য এত বড় কুরবানী করেছে, আল্লাহ্‌ তা'লা আমাকেও এর তৌফিক দিন, আমি তার থেকে বেশি কুরবানী করব। অমুক ব্যক্তির সন্তান খুব পুণ্যবান, যার নামাযের প্রতিও মনোযোগ আছে আর অন্যান্য ধর্মীয় কাজের বিষয়েও মনোযোগ আছে, আল্লাহ্‌ তা'লা আমাকেও সঠিক অর্থে নামায পড়ার তৌফিক দিন। এর জন্য চেষ্টা করা উচিত। খোদা তা'লা আমাকে এবং আমার সন্তান-সন্ততিকেও ধর্মের সেবায় অগ্রণী রাখুন এবং ইবাদতক করার তৌফিক দিন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব, জাগতিক বিষয়ের পরিবর্তে, একজন আহমদী মোমেন এবং মোমেনার মধ্যে ধর্মীয় বিষয়ে পরস্পরের প্রতিযোগিতার স্পৃহা থাকাই বাঞ্ছনীয়। এই চিন্তাধারা নিয়ে আমরা যখন আল্লাহ্‌ তা'লার দিকে প্রত্যাবর্তন করি, তখন অতীব ক্ষমাশীল ও কৃপাশীল আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে আমাদের দোয়া শোনেন এবং পুণ্যময় বাসনাগুলি পূর্ণ করেন এবং পূণ্যকর্মগুলি গ্রহণ করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কোনও মহিলা যখন প্রকৃতই খোদার উপাসক হয়ে ওঠে, তখন তার প্রভাব কেবল সেই ব্যক্তি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তার সন্তান-সন্ততির উপর তার পুণ্যের প্রভাব পড়ে, এমনকি বাড়ির পুরুষদের উপরও সেই পুণ্যের প্রভাব পড়ে। অনেক পুণ্যবতী মহিলা রয়েছেন যারা পুরুষদেরকেও পুণ্যের দিকে আকৃষ্ট করেছেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই উদ্দেশ্যেই লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র সংগঠন তৈরী করেছিলেন যাতে মহিলারা নিজেও পুণ্যের পথে অগ্রসর হয় , জামাতের কাজে অগ্রণী হয় আর আল্লাহ্‌ তা'লার কৃপার উত্তরাধিকারী হয়। এবং বিশেষ করে মেয়েরা বড় হয়েও মায়েদের কাজ কর্ম লক্ষ্য করে। মেয়ে যখন মাকে ইবাদত করতে দেখে, যিকরে ইলাহিতে মগ্ন দেখে, তখন তাদের উপরও এর একটা পুণ্যময় প্রভাব পড়ে। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের তরবীয়ত যদি এমনভাবে হয় যেখানে এমন সব সন্তান জন্ম নিবে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে খোদার ইবাদতের মনোযোগী হবে, তবে একদিকে আমরা আমরা যেমন নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে জগতের মন্দ প্রভাব থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হব, অপর দিকে খোদার নৈকট্যভাজনও হব। অতএব মহিলা ও পুরুষ উভয়কে নিজেদের নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নেওয়া কর্তব্য।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব এই দেশগুলিতে যেহেতু স্বাধীনতা ও উদার চিন্তাধারার নামে এমন সব বিষয় প্রকাশ করা হয় যার ফলে প্রত্যেক প্রকারের কামনা বাসনার উদ্রেক হয়, কাজেই এখানে তাকওয়া সৃষ্টির জন্য বিশেষ সংগ্রামের প্রয়োজন রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব, প্রত্যেক আহমদী নারী ও পুরুষের কর্তব্য হলা তাকওয়ায় উন্নতি করা যাতে পুণ্যের তৌফিক লাভ হয়, আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন হয় এবং জাগতিক কলুষতা থেকে মুক্তি লাভ হয়। আর নিজেদের আগামী প্রজন্মকে এর থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হই এবং নিজেদের বয়আতের যথার্থ মর্যাদা রক্ষাকারী হই। আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন যেন আমরা নিজেদের মধ্যে প্রকৃত তাকওয়া সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর কৃপার উত্তরাধিকারী হই। এখন দোয়া করে নিন।

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।
Email: banglabadar@hotmail.com

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।
(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

খলীফার বাণী

জামাতের সদস্যদের উচিত তাকওয়া এবং আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি সাধন করা, এটিই জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।

(স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসায় হুযুর আনোয়ার-এর বিশেষ বার্তা, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 12 Mar , 2020 Issue No.11

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

স্মরণ রাখবেন এই জলসায় অংশগ্রহণ করা নিরর্থক হবে, যদি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে করা বয়আতের অঙ্গীকার, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের প্রতি ভালবাসা জগতের প্রতি ভালবাসা থেকে বেশি না হয় আর আপনারা নিজেদের জীবনকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশাবলী অনুসারে অতিবাহিত না করেন। আমি আপনাদেরকে জোর দিয়ে বলছি, আল্লাহকে স্মরণ করুন, নামায পড়ুন, জলসার অনুষ্ঠানের মাঝে,বিরতির সময় এবং রাতের সময়েও। এই দোয়া করুন যে হে আল্লাহ্! আমরা জলসায় অংশগ্রহণ করছি যা তোমার বিশেষ সাহায্য, জ্ঞান এবং সদিচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৩,১৪ ও ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মালেয়েশিয়ার ৩৪তম সালানা জলসা উপলক্ষ্যে সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) -এর বিশেষ বার্তা

জামাত আহমদীয়া মালেয়েশিয়ার প্রিয় সদস্যাবর্গ

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু

আমি একথা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, আপনারা ১৩,১৪,১৫, সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে আপনাদের ৩৪ তম জলসার আয়োজন করছেন। আমার দোয়া হল আল্লাহ্ তা'লা এই জলসাকে অশেষ সাফল্য দান করুন এবং অংশগ্রহণকারীদের আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি দানের পাশাপাশি তাদেরকে পুণ্য ও সত্যের পথে পরিচালিত করুন।

যেমনটি আমি জার্মানীর জলসায় বলেছিলাম, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে ভালবাসা ও বিশ্বাসের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে আমরা যে কল্যাণ ও আশিস অর্জন করেছি, সেগুলির মধ্যে জলসা সালানা অন্যতম, যা আমাদের আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক এবং বৌদ্ধিক ক্ষমতার বিকাশের জন্য এবং আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

এটি আমাদের অন্তরকে পবিত্র করার ক্ষেত্রেও সহায়ক। যাতে আমরা নিজেদেরকে এমন যোগ্যতায় উত্তীর্ণ করতে পারি, অপরের প্রতি নিজেদের দায়িত্বাবলী পালন করতে পারি এবং সেই উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারি যার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) জলসার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

এর জন্য জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে একথা সুনিশ্চিত করতে হবে যে, তারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের পূর্ণ চেষ্টা করবে। এই তিন দিন জগতের মোহ ও ভালবাসা আপনাদের হৃদয়ে যেন স্থান না পায়। বরং আপনারা জলসার ইতিবাচক পরিবেশ থেকে উপকৃত হোন। আল্লাহ্র স্মরণে মগ্ন থাকুন এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক অবস্থা সংশোধনের চেষ্টা করুন। আপনাদের অভিযোগ অনুযোগ এবং পরস্পরের প্রতি অভিমান ভুলে তা সমন্বয়ে বদলে যাওয়া উচিত আর নিরর্থক বিষয়গুলিকে ত্যাগ করা উচিত।

স্মরণ রাখবেন এই জলসায় অংশগ্রহণ করা নিরর্থক হবে, যদি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে করা বয়আতের অঙ্গীকার, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের প্রতি ভালবাসা জগতের প্রতি ভালবাসা থেকে বেশি না হয় আর আপনারা নিজেদের জীবনকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশাবলী অনুসারে অতিবাহিত না করেন।

মানুষ যখন আল্লাহ্ সঙ্গে প্রকৃত ভালবাসারর সম্পর্ক স্থাপন করে এবং নিজের স্রষ্টাকে কোনও অবস্থাতেই ভোলে না, তবে আল্লাহ্ তা'লাও তাকে কখনও ত্যাগ করেন না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে এমন প্রত্যাশাই করেন। আমাদের প্রত্যেকের চেষ্টা এবং দোয়া করা উচিত, আমরা যেন সেই মার্গে উপনীত হই। আমরা এমনটি করলে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে মনে রাখবেন। যেমনটি তিনি বলেছেন, 'উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরুকুম'। আল্লাহকে স্মরণ রেখো, তিনিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখবেন। সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে স্মরণ রাখে আর তিনি তার উপর অশেষ কৃপা বর্ষণ করেন। কেননা তারা নিজেদের প্রত্যাহিক কাজকর্মের মাঝেও তাঁকে ভোলে না। অতএব, জলসায় যে সব অতিথি এবং অতিথিসেবক অংশগ্রহণ করছে, তাদের উচিত খোদার নৈকট্য অর্জনের জন্য নিজেকে আল্লাহ্র স্মরণে নিয়োজিত রাখা।

আমি আপনাদেরকে জোর দিয়ে বলছি, আল্লাহকে স্মরণ করুন, নামায পড়ুন, জলসার অনুষ্ঠানের মাঝে,বিরতির সময় এবং রাতের সময়েও। এই দোয়া করুন যে হে আল্লাহ্! আমরা জলসায় অংশগ্রহণ করছি যা তোমার বিশেষ সাহায্য, জ্ঞান এবং সদিচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা এই জলসায় তোমার সন্তুষ্টি ও তোমার স্মরণকে বৃদ্ধি করার জন্য অংশগ্রহণ করছি। যাতে তোমার নৈকট্য লাভ হয়। আমাদেরকে তুমি সেই সকল কৃপার অধিকারী কর যা তুমি এই জলসায় দিয়েছ। এবং আমাদের মাঝে সেই পবিত্র পরিবর্তন এনে দাও যা তোমার কাম্য। যার জন্য আঁ হুযুর (আ.)-এর প্রকৃত দাসকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে যাতে আমরা সত্য অন্তঃকরণে তাঁর বয়আত করতে পারি।

অবশেষে স্মরণ রাখবেন, প্রত্যেক আহমদীর চেহারার পিছনে আহমদীয়াতের চেহারা রয়েছে,হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও ইসলামের চেহারা রয়েছে। প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য এই সমস্ত বিষয়গুলি পছন্দ করা এবং সেগুলিকে সংরক্ষণ করা।

আল্লাহ তা'লা আপনাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ)-এর শিক্ষামালার উপর আমল করার তৌফিক দান করুন এবং তাঁর কৃপায় এই জলসা সাফল্যমণ্ডিত হোক এবং তিনি আপনাদেরকে বয়াতের শর্তাবলী পূর্ণ করার তৌফিক দান করুন।

আল্লাহ করুন আপনারা সকলে খিলাফতে আহমদীয়ার প্রকৃত অনুরাগী হোন এবং তিনি আপনাদের জীবনের সত্যিকার পরিবর্তন এনে দিন যাতে আপনাদের পুণ্য ও সাধুতা ইসলাম ও মানবতার সেবায় নিয়োজিত হয়। আল্লাহ আপনাদের সকলের প্রতি কৃপা করুন। সব সময় দৃষ্টিপটে রাখুন যে উদ্দেশ্যে লাজনা ইমাউল্লাহ্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এরজন্য যুগ খলীফার নিকট দোয়া এবং দিক-নির্দেশনা নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা যদি এই প্রাথমিক উপদেশটুকু দৃষ্টিপটে রাখেন, তবে ইনশাআল্লাহ্ আপনাদের সমস্ত অনুষ্ঠান ও প্রকল্পগুলি সফল হবে। আর আপনাদের প্রতিটি পদক্ষেপ উন্নতির দিকে অগ্রসর হবে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন।

ওয়াসসালাম

মির্যা মসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল খামিস

(সৌজন্যে: আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৯)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

যুগ খলীফার বাণী

"দোয়া, সদকা ও দানের মাধ্যমে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ এমন এক প্রমানিত সত্য, যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী দ্বারা স্বীকৃত।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir